ইউনিট ১

ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি

ভূমিকা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। বিশ্বের এক মহত্তম আদর্শের নাম। বর্ণ, গোত্র, ভাষা ও ভূখণ্ডের কৃত্রিম ভেদ-রেখার ঊর্ধ্বে এটি এক বিশ্বজনীন চেতনা। এক আল্লাহর অকৃত্রিম বন্দেগী ও অখণ্ড মানবিক সমতা হচ্ছে এই আদর্শের ভিত্তিভূমি। আর এটাই মুসলিম জাতিসত্তার মূল উপাদান। তাই একটি আদর্শবাদী মুসলিম জাতির শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে ইসলামী চিন্তা দর্শনের ভিত্তিতে। আর এর সংস্কৃতিতে বাঙময় হয়ে ওঠে ইসলামের সূক্ষ্ম নান্দনিকতা। এ কারণে মুসলিম জাতিসত্তা বিশ্বের অন্যান্য জাতি-সত্তা থেকে গুণগত ভাবে পৃথক ও স্বতন্ত্র ভাবাদর্শে সমুজ্জ্বল।

মানব জীবনের সামাগ্রিক দিক ও বিভাগের জন্যই ইসলামে রয়েছে নিজস্ব মূলনীতি ও বিধান। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ইসলামের স্বচ্ছ দিক নির্দেশনা রয়েছে। মানব জীবনকে পরিচ্ছন্ন, সুন্দর, সমৃদ্ধ ও শান্তিময় করার জন্য ইসলামী জীবন ব্যবস্থা অনুসরণ করা যেমন অনিবার্য। ইসলামী শিক্ষা অর্জন করাও তেমনি অপরিহার্য। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, জাতি ও আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত জীবনের সামগ্রিক সুষ্ঠুতা, শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের জন্য ইসলাম, ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি অনুসরণ করা প্রত্যেক মানব সন্তানের জন্য একান্ত প্রয়োজন। এ ইউনিটে ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষা - সংস্কৃতি বিষয়ে জানা যাবে।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে :

পাঠ-১ : ইসলামের পরিচয়
পাঠ-২ : ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা
পাঠ-৩ : ইসলামী শিক্ষা
পাঠ-৪ : ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব
পাঠ-৫ : ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা
পাঠ-৬ : ইসলামী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য
পাঠ-৭ : ইসলামী সংস্কৃতি
পাঠ-৮ : ইসলামী সংস্কৃতির বিষয়বস্তু
পাঠ-৯ : ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব

পাঠ ১ ইসলামের পরিচয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- ইসলাম শব্দের আভিধানিক পরিচয় দিতে পারবেন
- ইসলাম শব্দের পারিভাষিক পরিচয় দিতে পারবেন
- ইসলাম আল্লাহ তাআলার একমাত্র মনোনীত দ্বীন তা প্রমাণ করতে পারবেন
- ইসলামের মূলভিত্তি উল্লেখ করতে পারবেন।

১.১ ইসলামের আভিধানিক পরিচয়

ইসলাম (إِسْلَامٌ) আরবি শব্দ। এটা سِلْمٌ সিলমুন ও سَلَامٌ সালামুন শব্দ থেকে গঠিত। এর আভিধানিক অর্থ হল- আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ, সন্ধি, শান্তি, নিরাপত্তা, সুস্থতা, যথার্থতা, দোষত্রুটি ও বিপদ-আপদ থেকে মুক্ত। যেমন- মহানবী (স) বলেন- أَسْلِمْ تَسْلَمْ

"যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ কর- (অর্থাৎ আত্মসমর্পণ কর) তা হলে নিরাপত্তা লাভ করবে।"

১.২ পারিভাষিক পরিচয়

পরিভাষায় ইসলাম হচ্ছে– বিশ্ব প্রভু মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা ও তাঁর অনুগত হওয়া। বিনা দ্বিধায় তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং তাঁর দেওয়া বিধান অনুসারে জীবন যাপন করা। মুসলিম ধর্ম তত্ত্ববিদগণ বলেন- মনে প্রাণে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-এর নিকট আত্মসমর্পণ করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মৌখিক স্বীকৃতি দান করে ইসলামের অনুশাসনগুলো পালন করা ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকার নাম ইসলাম।

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) বলেন-

"ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সকল আদেশকে মেনে নেয়া ও তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করা।"

ইসলাম শব্দের মূল কথা নিজেকে কারও নিকট সোপর্দ করে দেয়া ও সম্পূর্ণরূপে তারই অধীনে অনুগত হয়ে থাকা। আল্লাহর মনোনীত দ্বীন কে ইসলাম বলা হয় এজন্য যে নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর নিকট সোর্পদ করে দিতে হয়। আল্লাহর নিরংকুশ আনুগত্যই নিজের জীবনের আদর্শ ও পন্থারূপে গ্রহণ করতে হয়। প্রকৃত পক্ষে দীন ইসলামের মূল কথা এটাই এবং ইসলাম আমাদের নিকট এটাই দাবী করে। আর যিনি বা যে ইসলামের বিধান অনুসারে জীবন যাপন করেন, তিনি হলেন মুসলিম বা মুসলমান।

আল কুরআনে বলা হয়েছে–

فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوْا

"তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ, সুতরাং তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণ কর।" (সূরা হাজ্জ : ৩৪)

মুসলিম বান্দা সর্বোত্তম মানুষ। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে–

وَمَنْ أَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

'তার অপেক্ষা দীনে কে উত্তম যে সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে।' (সূরা নিসা: ১২৫)

১.৩ ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীন

ইসলাম বিশ্ব প্রভু আল্লাহ তা'আলার মনোনীত একমাত্র দ্বীন, একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এটা একটি শাশ্বত জীবনাদর্শ। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত এ ব্যবস্থার আলোকে একজন মুসলমানকে জীবন-যাপন করতে হয়। ইসলামে রয়েছে সুষ্ঠু সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থ ব্যবস্থা। রয়েছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা। ইসলামে রয়েছে বিশ্বমানবতার সামগ্রিক জীবনের সব কিছুর সুষ্ঠু সমাধান। ইহলৌকিক শান্তি ও পারলৌকিক মুক্তির গ্যারান্টি ইসলামী জীবন ব্যবস্থা।

ইসলাম একটি ধর্ম হলেও তা অন্যান্য ধর্মের অনুরূপ নয়। কেননা, ইসলাম বাস্তব জীবন এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সমন্বয়ে একটি সর্বোত্তম জীবন ব্যবস্থা। ড. আলিয়া আলী ইজেত বেগোভিচ বলেন- "ইউরোপে Religion শব্দটি যে অর্থে ব্যবহার করা হয়, সে হিসেবে ইসলাম কোন ধর্মের শ্রেণীকরণে পড়ে না। ইসলাম মুক্তি ও শান্তিকামী মানুষের একটি চির প্রগতিময় পরিপূর্ণ জীবন বিধান।"

এ ইসলাম সম্পর্কেই পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে–

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত দীন বা জীবন ব্যবস্থা। (সূরা আলে ইমরান : ১৯)

আল-কুরআনে আরও বলা হয়েছে-

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে চাইবে, তা তার নিকট হতে কখনও গ্রহণ করা হবে না। আর সে পরকালে ভীষণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" (সূরা আলে ইমরান : ৮৫)

১.৪ ইসলাম শাশ্বত-ধর্ম বা জীবন ব্যবস্থা

প্রথম মানব ও নবী হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে সর্বশেষ ও বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলের দ্বীন বা ধর্ম ছিল ইসলাম। তাই ইসলাম-ই সকল নবী-রাসূলের অভিন্ন শাশ্বত ধর্ম। সকল নবী-রাসূল সকল যুগের মানুষকে ইসলামের দিকেই আহ্বান করেছেন এবং এরই ভিত্তিতে নিজ নিজ উম্মাতকে গড়ে তুলেছেন।

হযরত ইবরাহীম (আ)- নিজ ধর্মের নাম ইসলাম এবং তাঁর উম্মতকে "উম্মতে মুসলিমা" বলে অভিহিত করেছেন।

কুরআনে এসেছে :

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ

"হে আমাদের প্রভু! আমাদের উভয়কে মুসলিম তথা তোমার অনুগত বানাও এবং আমাদের বংশধর হতেও এক উম্মতে মুসলিমা অর্থাৎ তোমার এক অনুগত উম্মত বানাও।" (সূরা বাকারা : ১২৮)

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর উম্মতকে ও এ নামে অভিহিত করেছেন। কুরআনে বলা হয়েছে:

مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ

"এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত। তিনি তোমাদের নাম করণ করেছেন 'মুসলিম' হিসেবে। (সূরা হাজ্জ : ৭৮)

মোট কথা, নবী-রাসূলগণের প্রচারিত ধর্মে মৌলিক কোন পার্থক্য ছিল না। কিন্তু প্রত্যেকের শরীয়াত ছিল ভিন্ন ভিন্ন। এ ব্যাপারে আল কুরআনে বলা হয়েছে–

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

"আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরীআত ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি"। (সূরা মায়িদা : ৪৮)

হযরত আদম (আ) থেকে আরম্ভ করে নবী-রাসূলগণের যে ধারা শুরু হয়েছিল তার সমাপ্তি ঘটে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মাধ্যমে। তিনি সর্বশেষ নবী। তাঁর পর আর কোন নবী রাসূল আসবেন না। তাঁর আগমনে পূর্ববর্তী সমস্ত শরীআত

রহিত হয়ে গেছে। তাই এখন 'ইসলাম' বলতে হযরত মুহাম্মদ (স) আনীত শরীয়াতকে এবং মুসলিম বলতে হযরত মুহাম্মদের উম্মতকেই বুঝাবে।

১.৫ ইসলামের বুনিয়াদ বা মূলভিত্তি

ইসলাম পাঁচটি মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে-

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ
وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ-

"ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত-

১. এ কথা সাক্ষ্য দেয়া যে- মহান আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই এবং অবশ্যই হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁর বান্দা ও রাসূল

২. সালাত কায়েম করা

৩. যাকাত প্রদান করা

৪. হাজ্জ পালন করা এবং

৫. রমযান মাসের সিয়াম সাধনা করা।" (বুখারী ও মুসলিম)

১.৬ পাঁচটি ভিত্তির বর্ণনা

ক. তাওহীদ ও রিসালাতে বিশ্বাস

ইসলামের প্রথম কথা আল্লাহর প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব জীবনের সর্বক্ষেত্রের জন্য স্বীকার করা। সেই সাথে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সর্বশেষ নবী হওয়ার প্রতি ঈমান আনা। তাঁর নিকট হতে যে বিধি-বিধান পাওয়া গিয়েছে তা সর্বতোভাবে স্বীকার ও অনুসরণ করা।

খ. সালাত প্রতিষ্ঠা

একজন মানুষ যখন আল্লাহর প্রভুত্ব, সার্বভৌমত্ব ও হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াতকে স্বীকার করে নেয় তখন সর্বপ্রথম দিনরাত ২৪ ঘন্টার মধ্যে তার ওপর পাঁচটি নির্দিষ্ট সময়ে পাঁচবার সালাত প্রতিষ্ঠা করার কর্তব্য আরোপিত হয়।

গ. যাকাত আদায়

হাদীসে সালাতের পরেই যাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, ইসলামে সালাতের পরেই যাকাতের স্থান ও গুরুত্ব। আল-কুরআনে যে যে স্থানে সালাতের উল্লেখ করা হয়েছে, প্রায় সেসব স্থানে সালাতের পরেই যাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে। যাকাত সম্পর্কে এ কথাও মনে রাখা আবশ্যক যে, ইসলামী রাষ্ট্রে এটা কোন ব্যক্তিগত দানের ব্যাপার নয়, ব্যক্তিগতভাবে তা আদায় করলে চলবে না। বরং ইসলামী রাষ্ট্রে যাকাত আদায় করতে হবে ইসলামী রাষ্ট্রের মাধ্যমে। ইসলামী সমাজে কোন মুসলিম যাকাত দিতে অস্বীকার করলে ইসলামী রাষ্ট্র তার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করতে বাধ্য।

ঘ. সিয়াম সাধনা

প্রতিটি মুমিনের উপর রমযানের পুরো একমাস সিয়াম সাধনা করা ফরয। সিয়াম সাধনার মাধ্যমে সংযম, আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষ সাধিত হয়।

ঙ. হাজ্জ পালন

দৈহিক, আর্থিক ও পথের নিরাপত্তা থাকলে মুমিনের জীবনে একবার হাজ্জ পালন করতে হবে। এ হজ্জ পালনের দ্বারা তার মধ্যে আল্লাহ প্রেম ও বিশ্ব মানবতার সাথে একাত্মতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১.১

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন : এক কথায় উত্তর দিন-

১. ইসলাম শব্দটি কোন মূল শব্দ থেকে গঠিত?
২. ইসলাম শব্দের আভিধানিক অর্থ কি?
৩. পরিভাষায় ইসলামের সংজ্ঞা উল্লেখ করুন।
৪. ইমাম আবু হানিফা ইসলামের সংজ্ঞা কি দিয়েছেন?
৫. আল্লাহর মনোনীত দ্বীন কে কেন ইসলাম বলা হয়?
৬. ইসলাম অন্যান্য ধর্মের অনুরূপ নয় কি? তা হলে কি?
৭. ইসলাম সকল নবী-রাসূলের শাশ্বত ধর্ম কেন?
৮. কে সর্বপ্রথম নিজ ধর্মের নাম 'ইসলাম' ও উম্মতকে মুসলিম বলে অভিহিত করেছেন?
৯. মুসলিম জাতির পিতা কাকে বলা হয়?
১০. ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদ কি কি?

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলাম শব্দের আভিধানিক পরিচয় দিন।
২. ইসলামের পারিভাষিক পরিচয় দিন।
৩. "ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীন"- ব্যাখ্যা করুন।
৪. "ইসলামই শাশ্বত ধর্ম বা জীবন বিধান"- প্রমাণ করুন।
৫. ইসলামের মূল ভিত্তি কয়টি ও কি কি? সংক্ষেপে লিখুন।

পাঠ ২ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- ইসলাম মানুষের স্বভাবজাত ও বিশ্বজনীন ধর্ম তা প্রমাণ করতে পারবেন
- ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম তা বিশ্লেষণ করতে পারবেল
- ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা তা উপস্থাপন করতে পারচসjÇ

২.১ ইসলাম মানুষের স্বভাবজাত ও বিশ্বজনীন ধর্ম

দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জীবন যাপনের জন্য মানবজাতির একটি জীবন ব্যবস্থার প্রয়োজন। ইসলাম আল্লাহ তা‘আলার মনোনীত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম মানুষের সার্বিক জীবনের দিশারী একমাত্র মানব ধর্ম। সর্বযুগের সকল নবী-রাসূল মানব জাতিকে এ চিরন্তন শাশ্বত জীবন ব্যবস্থা ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ইসলাম কোন নতুন ধর্ম নয় বা মানুষের জন্য কোন নতুন জীবন বিধান নয়। প্রথম মানব ও নবী হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে আখেরি নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলের জীবন ব্যবস্থা ছিল ইসলাম। তাই ইসলাম কোন বিশেষ যুগের বা কোন বিশেষ জাতির নয়। বরং ইসলাম বিশ্বজনীন জীবন বিধান। মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম। মহানবী (স) বলেছেন-

كُلُّ مَوْلُدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ

“প্রতিটি মানব শিশু সহজাত ধর্ম তথা ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে।”

এখানে ফিতরাত বা ইসলামের কথা উল্লেখ করে হিদায়াত গ্রহণের যোগ্যতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। মানুষের প্রকৃতিতেই রয়েছে মহান শাশ্বত-সত্তার সামনে নিজেকে উৎসর্গিকৃত করার আকূতি। যিনি সকল শক্তি, সকল ক্ষমতা ও সৌন্দর্যের উৎস। মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে- যাঁর অবস্থান, যিনি মানুষের সকল দাবী ও চাহিদা পূরণে এবং তাদের সহজাত প্রেরণা ও উচ্ছাসকে তৃপ্ত করতে সক্ষম। এমন মহান সত্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সমীপেই মানুষ নিজেকে সমর্পণ করতে চায়। এটাই মানুষের সহজাত ধর্ম। আর এটাই ইসলাম, এর বিপরীত অধর্ম। যা কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। কুরআনে ঘোষিত হয়েছে :

“তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দ্বীনে তথা সহজাত ধর্ম ইসলামে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল দ্বীন বা স্বভাবধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।” (সূরা রুম : ৩০)

২.২ ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম :

ইসলাম শান্তিও সম্প্রীতির ধর্ম। ইসলাম সকল মানুষের মধ্যে সাম্য ও সম্প্রীতি স্থাপন করতে বলে। ইসলামই একমাত্র মানুষের মধ্যে প্রকৃত সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করেছে। ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নীচু, কালো-সাদা বলে কোন বৈষম্য নেই। অভেদ সাম্য ও সম্প্রীতির বন্ধনে একত্র করে আল্লাহ তা‘আলা ঘোষণা দিয়েছে-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ

“নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই”। (সূরা হুজুরাত: ১০)

ইসলাম নিজের মত অন্যদেরকেও ভালবাসতে উদ্বুদ্ধ করে। ইসলাম মানুষকে নিজের, স্বজনের, সমাজের স্বদেশের তথা বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালনে ও ত্যাগ স্বীকারে প্রেরণা যোগায়। আর এতেই বিশ্ববাসীর জীবন ধারায় নেমে আসে প্রশান্তি। বিদূরিত হয় অশান্তি, হিংসা, বিদ্বেষ এবং হানাহানি। ইসলামের শিক্ষা হল মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই। সাদা-কালো সকল মানুষই আল্লাহর বান্দা। গোটা মানব জাতি একই পরিবারভুক্ত। বিশ্ব নবী (স)-এর ঘোষণা-

اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ

“সকল সৃষ্টি আল্লাহর পরিবারের ন্যায়”। (আল-হাদীস)

সমগ্র মানব জাতি একটি দেহের মত। কেননা সকলেই একই আদি পিতা-মাতা আদম ও হাওয়ার (আ) সন্তান। কুরআনে ঘোষিত হয়েছে।

"হে মানব মন্ডলী! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক স্ত্রী হতে। পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে। যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো।" (সূরা হুজুরাত : ১৩)

পৃথিবীতে শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য ইসলাম শুধু মানুষের প্রতিই সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দেয় না। প্রাণীকুলের পরিচর্যা, প্রাকৃতিক সম্পদ ও উদ্ভিদের যথার্থ ব্যবহার সম্পর্কেও ইসলাম গুরুত্ব আরোপ করে।

ইসলাম সর্বপ্রকার অন্যায়, যুলুম-অত্যাচার, নির্যাতন, শোষণ, বঞ্চনা আর গ্লানি থেকে মানবতাকে মুক্ত করে ইনসাফ ও ন্যায়ের সমাজ প্রতিষ্ঠা করে। অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্ত করে ইসলাম সত্যিকার ন্যায়ভিত্তিক বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলার আহ্বান জানায়।

একজন মুসলিম ইসলামের শিক্ষায় উজ্জীবিত হয়ে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য, সাম্য, উদারতা, মানবতাবোধ, পরমত সহিষ্ণুতা ও ন্যায়নীতির অনুসরণ করে থাকে। ইসলামের নিরপেক্ষতা, ব্যাপকতা, স্থায়ী উপযোগিতাই ইসলামকে কালজয়ী বিশ্বজনীন ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

২.৩ ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা

ইসলাম হচ্ছে বিশ্ব প্রভু মহান আল্লাহর মনোনীত একমাত্র শাশ্বত জীবন দর্শন ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তির দিশা। ইহলৌকিক শান্তি ও কল্যানের মধ্য দিয়ে পারলৌকিক শান্তি ও মুক্তির পথ অর্জন করাতেই ইসলামের মূল সুর ধ্বনিত। ইসলামে রয়েছে বিশ্ব মানবতার সব সমস্যার সুষ্ঠু ও বাস্তব সমাধান। মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য সকল সমস্যার সমাধানের মৌলিক বিধান ও মূলনীতি ইসলামের মূল গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। কুরআনে ঘোষিত হয়েছে :

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

"আমি সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়ে আপনার সমীপে এ গ্রন্থখানা অবতীর্ণ করেছি।" (সূরা নাহল : ৮৯)

প্রকৃতিগত ভাবেই ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ প্রগতিশীল জীবনাদর্শ। ইসলামে রয়েছে ব্যক্তিগত, আধ্যাত্মিক জীবন জিজ্ঞাসার জবাব। রয়েছে সুষ্ঠু সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থব্যবস্থা, ইসলামে আছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা। ইসলামে রয়েছে মহত্তম নৈতিক শিক্ষা। মানব চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন, ন্যায়নীতি ও সুবিচার ভিত্তিক শান্তি-শৃঙ্খলাপূর্ণ প্রগতিশীল সমাজ গঠন ও সংরক্ষণে ইসলামের কোন বিকল্প নেই। ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এতে কোন খুঁত নেই। নেই কোন অপূর্ণতা। আল কুরআনে ঘোষিত হয়েছে–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন-জীবন ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ করলাম। তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করলাম। আর ইসলামকে তোমাদের জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করলাম।"(সূরা মায়িদা : ৩)

সার-সংক্ষেপ

মানব জীবনে যা কিছু প্রয়োজন তার সব কিছুর নীতি-নির্ধারণী ইসলামে রয়েছে। এই জীবন ব্যবস্থায় কোনরূপ অপূর্ণতার কথা চিন্তা করা যায় না। মানুষের বিশ্বাস-মূল্যবোধ ও ঈমান-আকীদা থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক জীবনের মূলনীতিসমূহ ইসলামে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যা প্রকৃত পক্ষেই পরিপূর্ণ এবং অতুলনীয়। এতে নতুন ভাবে কোন কিছুর সংযোজন বা বিয়োজন করার অবকাশই নেই।

মূলত ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত এমন এক জীবনব্যবস্থা যা অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ, স্বভাবসম্মত এবং মানবিক সামর্থ্যের উপযোগী। ইসলাম শান্তিপূর্ণ, নির্ভেজাল এবং ভারসাম্যপূর্ণ জীবনাদর্শের বাস্তবায়ন ঘটাতে চায়। তাই মানবতার শান্তি ও মুক্তির জন্য ইসলামের অনুসরণ ও বাস্তবায়ন অপরিহার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১.২

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন : সঠিক উত্তরে টিক দিন।

১. আল্লাহ তাআলার একমাত্র মনোনীত জীবন ব্যবস্থা হল-

ক. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ খ. সমাজতন্ত্র

গ. গণতন্ত্র ঘ. ইসলাম।

২. সর্বযুগের সকল নবী-রাসূল মানব জাতিকে কিসের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন?

ক. ধর্মের দিকে খ. ইসলামের দিকে

গ. গণতন্ত্রের দিকে ঘ. মানবতার দিকে

৩. সকল যুগের নবী-রাসূলের জীবন ব্যবস্থা কি?

ক. খ্রিস্ট ধর্ম খ. ইহুদী ধর্ম

গ. সনাতন ধর্ম ঘ. ইসলাম।

৪. মানুষের মধ্যে প্রকৃত সাম্য ও সম্প্রীতি স্থাপন করেছে-

ক. সমাজতন্ত্র খ. পাশ্চাত্যনীতি

গ. গণতন্ত্র ঘ. ইসলাম।

৫. 'মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই'- এটা কিসের শিক্ষা?

ক. মানব ধর্মের খ. হিন্দু ধর্মের

গ. ইসলামের ঘ. গণতন্ত্রের

৬. মানবতার শান্তি ও মুক্তির জন্য কিসের অনুসরণ অনিবার্য ও অপরিহার্য?

ক. গণতন্ত্রের খ. সমাজতন্ত্রের

গ. মানবাধিকার নীতির ঘ. ইসলামের।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. "ইসলাম মানুষের স্বভাবজাত ও বিশ্বজনীন ধর্ম"- প্রমাণ করুন।

২. "ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম"- বিশ্লেষণ করুন।

৩. "ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা" - আলোচনা করুন।

পাঠ ৩ ইসলামী শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- ইসলামী শিক্ষার পরিচয় দিতে পারবেন
- ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.১ ইসলামী শিক্ষা কি?

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন ও পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। মাবন জীবনের সমগ্র দিক ও বিভাগের জন্য এর নিজস্ব মূলনীতি ও বিধান রয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রেও ইসলামের দিক নির্দেশনা রয়েছে। ইসলামী শিক্ষা বলতে বুঝায়- “যে শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ হিসেবে শিক্ষা দেয়ার বন্দোবস্ত থাকে- তাই ইসলামী শিক্ষা। এ শিক্ষা লাভ করার ফলে শিক্ষার্থীদের মন-মগজ-চরিত্র এমনভাবে গড়ে ওঠে, যাতে ইসলামের আদর্শে জীবনের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার যোগ্যতা অর্জিত হয়।” এক কথায়- “ইসলাম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করার শিক্ষাই হল ইসলামী শিক্ষা।”

শিক্ষাই জীবনের আলো। জ্ঞান মানুষের মহামূল্যবান সম্পদ- যা মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ অবদান। এ মহামূল্যবান জ্ঞানের কল্যাণেই মানব জাতি ফেরেশতা তথা সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন। আর এ কারণেই মানুষ মহান আল্লাহর প্রতিনিধি হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। ইসলামের শিক্ষা ব্যবস্থা এক স্বতন্ত্র বৈশেষ্ট্যের দাবীদার।

৩.২ ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

মানবতার বিকাশ সাধন

শিক্ষার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হলো মনুষ্যত্ব ও মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন করা। মানব প্রকৃতির লুক্কায়িত মেধা, মননশীলতা, সৃজনশীলতা ও কর্মকুশলতা শিক্ষার মাধ্যমেই বিকাশ লাভ করে।

কুরআন-হাদীসের জ্ঞান আহরণের মাধ্যমেই মনুষ্যত্বের প্রকৃত বিকাশ, আত্মার উন্নতি, আধ্যাত্মিক জগতের রহস্যাবলী, আল্লাহ ও সৃষ্টি-জগত সম্পর্কিত জ্ঞান অবগত হওয়া যায়। মানুষের মধ্যে স্নেহ-মমতা, দয়া, সাহস, দূরদর্শিতা, নেতৃত্ব ইত্যাদি মানবিক গুণাবলীও জ্ঞানার্জনের মাধ্যমেই উৎকর্ষ লাভ করে ও বিকশিত হয়।

এ শিক্ষার গুণেই মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে সৃষ্টিজগতের উপরে। কুরআনের ভাষায় :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ اٰدَمَ

“নিশ্চয়ই আমি আদম সন্তানকে সম্মান দান করেছি।”(সূরা বনী ইসরাইল : ৭০)

স্রষ্টা ও সৃষ্টির পরিচয়ের জন্য শিক্ষা

মহান স্রষ্টা আল্লাহর আনুগত্য ও বন্দেগী সম্পর্কে অবগত হওয়াও শিক্ষার উদ্দেশ্য। কেননা, আল্লাহ বলেন-

“আমি জিন ও মানব জাতিকে আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।” (যারিয়াত : ৫৬)

আল্লাহর আনুগত্য ও বন্দেগী করতে হলে প্রথমে আল্লাহর সঠিক পরিচয়, আনুগত্য ও বন্দেগীর ধরন এবং আদায় করার নিয়ম নীতি অবগত হওয়া একান্ত অপরিহার্য। আর শিক্ষা ব্যতীত এগুলো অবগত হওয়া যায় না। প্রকৃত জ্ঞানীরা আল্লাহর স্বরূপ বুঝে তাঁর ইবাদাত করতে পারে। কুরআনে বলা হয়েছে-

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا

“নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাহগণের মধ্যে কেবল বিদ্বানগণই আল্লাহকে ভয় করে।” (সূরা ফাতির: ২৮)

সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস পোষণ মানুষের সকল কাজের চালিকা শক্তি। আর তা অর্জিত হয় ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে।

মানুষ কে? কোথা থেকে এসেছে? কি জন্য এসেছে? কি তার কর্তব্য? কোথায় সে যাবে? পরিণতি কি? এসব আত্মপরিচয় ও আত্মোপলব্ধি অর্জিত হয় শিক্ষার মাধ্যমে। বর্ণিত আছে :

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

"যে নিজেকে চিনেছে, সে তার প্রভুকে চিনেছে।"

ইসলামী সংস্কৃতির সাথে পরিচয় লাভ

ইসলামী শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির সাথে পরিচয়। অপসংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ। ইসলামের রয়েছে মানবতার ঊষা-লগ্ন থেকে চলে আসা সভ্যতা ও ঐতিহ্যের গৌরবময় উত্তরাধিকার। ইসলামের সভ্যতা, শিল্প, সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডারের সাথে পরিচয়ের জন্যে ইসলামী শিক্ষা খুবই জরুরী বিষয়।

শান্তিময় সুন্দর জীবনের জন্যে

মানুষের জীবনকে সুন্দর ও শান্তিময় করার জন্য ইসলামী শিক্ষা অপরিহার্য। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, জাতি ও আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে সহায়তা করে ইসলামী শিক্ষা।

মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা। পৃথিবীতে মানুষের রয়েছে অনেক দায়িত্ব। এ দায়িত্বের প্রতি যত্নবান ও সচেতন করে তোলা ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য।

আল্লাহর দ্বীনকে সঞ্জীবিত রাখা

সমাজ জীবনে আল্লাহর দ্বীনকে সঞ্জীবিত করা ও প্রতিষ্ঠিত করার গুরুত্ব অপরিসীম। বিশ্বনবীর (স) তিরোধানের মাধ্যমেই নবুয়াতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তাঁর পরে আর কোন নবীর আগমন ঘটবেনা। নবীর উম্মাহর উপর দ্বীনের হিফাযত ও প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব বর্তিয়েছে। কাজেই আল্লাহর দ্বীন শিক্ষা করে একে সঞ্জীবিত রাখা ও প্রতিষ্ঠা করা "মুসলিম উম্মাহর" প্রধান কর্তব্য। এজন্য মুসলিম উম্মাহর ওলামায়ে কিরামকে নবীদের উত্তরসুরী বলা হয়েছে। মহানবী (স) ঘোষণা করেছেন :

"যে ব্যক্তি ইসলামকে সঞ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে জ্ঞান শিক্ষা করতে করতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, জান্নাতের মধ্যে নবীগণ ও তার মধ্যে মাত্র একধাপ ব্যবধান থাকবে।"

নবী-রাসূলগণ যুগে যুগে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু নবীদের অবর্তমানে মুসলমানের উপর এ দায়িত্ব এসেছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন:

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি! তোমাদের উত্থান মানবতার কল্যাণের জন্য, তোমরা সুকৃতির আদেশ করবে এবং দুষ্কৃতি হতে বিরত রাখবে।" (আলে ইমরান : ১১০)

"তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাবে এবং সৎকাজের আদেশ দেবে ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই সাফল্যমণ্ডিত।" (আলে ইমরান : ১০৩) তাই ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করে এ কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (স) এ সম্পর্কে বলেন :

بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً

"আমার শিক্ষার একটি কথা হলেও মানুষের নিকট পৌঁছে দাও।" (বুখারী)

আত্মকর্মসংস্থান

হালাল উপার্জনে উৎসাহিত করা ও আত্মকর্মসংস্থানে সক্ষম করে গড়ে তোলা ইসলামী শিক্ষার অন্যতম বড় উদ্দেশ্য। আল্লাহ তাআলা যেমন বান্দাহকে সালাত, সাওম ও অন্যান্য ইবাদত করার আদেশ দিয়েছেন। তেমনি তিনি জীবিকা উপার্জনেরও নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি ঘোষণা করেন :

"সালাত সমাপন করে তোমরা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহরাজি সন্ধান কর।" (সূরা জুমুআ : ১০)

মহানবী (স) জীবিকা উপার্জনকে ফরয বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন :

كَسْبُ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ

"হালাল জীবিকা উপার্জন ফরযের পরেও একটি ফরয।" (বায়হাকী)

রাসূলুল্লাহ (স) আত্মকর্মসংস্থানের প্রতি খুবই তাকিদ দিয়েছেন। তিনি আরও ঘোষণা করেছেন :

"তোমরা ফজরের সালাত আদায় করার পর তোমাদের জীবিকার সন্ধান না করে ঘুমিয়ে যেওনা।"

বিদ্যা অর্জন ব্যতীত সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব নয়। আল্লাহ মানব জাতির জন্য নিখিল বিশ্বের অফুরন্ত সম্পদ সৃষ্টি করেছেন। বিদ্যা অর্জন ছাড়া মানুষ সে সকল সম্পদ আবিষ্কার ও আহরণ করে কাজে লাগাতে পারেনা। কাজেই পার্থিব জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি আনতে হলে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করতে হবে। আল্লাহর অফুরন্ত নি'আমতরাশির অন্বেষণ করে তা নিজেদের ভোগ-ব্যবহারে লাগাতে হবে। তবেই দুঃখ-দারিদ্র্য ঘুচে যাবে এবং সত্যিকার আল্লাহর যোগ্য বান্দা হওয়া যাবে।

সার-সংক্ষেপ

শিক্ষাই মানুষকে মানুষরূপে ও আশরাফুল মাখলুকাতের দুর্লভ মর্যাদায় ভূষিত করেছে। শিক্ষাহীন জীবন মানুষে পদবাচ্য নয়। তবে সব শিক্ষাই শিক্ষা নয়। বরং আল্লাহ প্রদত্ত ও মহানবী (স) প্রদর্শিত শিক্ষা পদ্ধতিতে জীবনের সামগ্রিক শিক্ষাকে সাজাতে পারলে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার স্বাদ ও সুফল পাওয়া যাবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১.৩

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন : এক কথায় উত্তর দিন।

১. ইসলামী শিক্ষা কাকে বলে?

২. কিসের জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে মনুষ্যত্বের বিকাশ সম্ভব?

৩. মানুষের সকল কাজের চালিকা শক্তি কী?

৪. 'যে নিজেকে চিনেছে সে কাকে চিনেছে?'

৫. দ্বীনের হিফাযত ও প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব কাদের উপর বর্তিয়েছে?

৬. মানুষকে মানুষরূপে ও আশরাফুল মাখলুকাতের মর্যাদায় ভূষিত করেছে কিসে?

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামী শিক্ষার পরিচয় দিন।

২. মানবতার বিকাশ সাধনে শিক্ষার ভূমিকা লিখুন।

৩. স্রষ্টা ও সৃষ্টির পরিচয়ের উদ্দেশ্যে শিক্ষার ভূমিকা উল্লেখ করুন।

৪. আল্লাহর দ্বীনকে সঞ্জীবিত রাখার ক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব লিখুন।

৫. 'আত্ম কর্মসংস্থানের জন্য শিক্ষা'র কার্যকারিতা কি?

পাঠ ৪ ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- ইসলামী শিক্ষার বিধানগত গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন
- ইসলামী শিক্ষার মর্যাদাগত গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব

আমরা জানি ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম কতকগুলো ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নাম নয়। মানুষের জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগের সামগ্রিক দিক নির্দেশনা এতে রয়েছে। একজন মুসলিমের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের সব কিছুই ইসলামী জীবন বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই ইসলামী জীবন বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে হলে, প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করা এবং তা জীবনে বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য কর্তব্য।

৪.১ বিধানগত গুরুত্ব

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব। আর এ শ্রেষ্ঠত্ব তার জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিদ্যার জন্যে। এজন্য ইসলাম প্রত্যেক নর-নারীর জন্য শিক্ষা অর্জনকে ফরয করে দিয়েছে। মহানবী (স) ঘোষণা করেন-

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

"জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয।" (ইবনে মাজাহ, বায়হাকী)

কুরআনের প্রথম বাণী হল :

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ

"পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আলাক : ১)।

ইসলামে তাই শিক্ষাকে সার্বজনীন অধিকার বলে ঘোষণা করেছে। শিক্ষা থেকে কাউকে বঞ্চিত রাখা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (স) দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন -

تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَ عَلِّمُوْهُ النَّاسَ

"তোমরা ইলম শিক্ষা কর এবং মানুষকে শিক্ষা দাও।" (বায়হাকী)

মহানবী (স) আরও বলেন -

بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً

"আমার শিক্ষার একটি কথা হলেও মানুষের নিকট পৌঁছে দাও।" (বুখারী)

রাসূলুল্লাহ (স) আরও বলেন-

"যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে জানে, সে বিষয়ে তার নিকট কেউ কোন কথা জানতে চাইলে যদি সে তা গোপন রাখে, তাহলে কিয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের লাগাম লাগানো হবে।" (তিরমিযী, আবূ দাউদ)

আল্লাহর নবী (স) আরও বলেন -

"ইলম শিক্ষা দাও। কঠোরতা করোনা, কেননা, শিক্ষক কঠোরতাকারীর চেয়ে উত্তম।" (বায়হাকী)

অপর এক হাদীসে মহানবী (স) বলেন-

"সর্বোত্তম সাদকা হল কোন মুসলমান নিজে কোন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে এবং পরে তা অপর মুসলমান ভাইকে শিক্ষা দেয়।' (ইবনে মাজাহ)

সকলের পক্ষে সব বিষয়ের ইলম শিক্ষা করে পণ্ডিত হওয়া সম্ভব নয়। তাই কতটুকু বা কি পরিমাণ ইলম শিখতে হবে ইসলাম তাও বলে দিয়েছে। যেমন–

ক. ফরযে আইনমূলক

প্রত্যেক মুসলমানের উপর এতটুকু ইলম শিক্ষা করা ফরযে আইন, যতটুকু ইলম শিক্ষা করলে ইসলামের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জানতে পারা যায়। অর্থাৎ, ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত, ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, হালাল-হারাম, মাকরূহ, মুবাহ ইত্যাদি সম্বন্ধে জানা ফরযে আইন।

খ. ফরযে কিফায়ামূলক

ইসলামের প্রাথমিক ও মৌলিক বিষয়ের জ্ঞান লাভের পর, সে সব বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞান আহরণ ও গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করা ফরযে কিফায়া।

গ. মুস্তাহাবমূলক ইলম

ফরযে আইন ও ফরযে কিফায়া ব্যতীত দ্বীনের কিছু ইলম এমনও আছে যেগুলো অর্জন করা মুস্তাহাব। প্রয়োজন দেখা দেয়ার আগেই দ্বীনের কিছু ইলম অর্জন করে রাখা দরকার। যেমন- বিয়ের আগেই স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন।

ঘ. হারামমূলক শিক্ষা

কিছু কিছু বিদ্যা এমন আছে যা শিক্ষা করা হারাম। যেমন- যাদু বিদ্যা ও ভোজবাজী ছাড়া এমন বিদ্যা অর্জন করা বৈধ নয়- যা মানুষকে হারামের দিকে প্রলুব্ধ করে এবং আল্লাদ্রোহী কাজে লিপ্ত করতে উদ্বুদ্ধ করে।

ঙ. মুবাহমূলক ইলম

যে সমস্ত বিদ্যার কোন মন্দ প্রভাব নেই। ইসলাম ও মানবতার দৃষ্টিতে অকল্যাণকর নয়- এমন কিছু শিক্ষা করা শরীআতের দৃষ্টিতে মুবাহ বা জায়িয।

বস্তুত জ্ঞান অর্জন দ্বীন বুঝার গুরুত্বপুর্ণ অবলম্বন। জ্ঞানের উপরই দ্বীনের অস্তিত্ব, কল্যাণ ও উৎকর্ষ নির্ভরশীল। কাজেই বিদ্যা শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রত্যেক মুসলমানকে খুবই সতর্কতার সাথে শিক্ষক মনোনয়ন করতে হবে। যার- তার কাছ থেকে বিদ্যা শিক্ষা করা ঠিক নয়। কেননা, সমাজে এমন অনেক শিক্ষক রয়েছেন- যারা সত্যিকার অর্থে আদর্শবান শিক্ষক নন। এ সকল শিক্ষকের প্ররোচনায় আবেগ প্রবণ তরুণ ছাত্র-ছাত্রীগণ বিপথগামী হতে পারে। এজন্যই মহানবী (স) এর ঘোষণা :

إِنَّ هٰذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ- فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ-

"নিশ্চয়ই এ জ্ঞানই ধর্ম (দ্বীন)। কাজেই সতর্কতার সাথে লক্ষ্য রেখো- কোন ধরনের লোকের নিকট থেকে এ দ্বীন গ্রহণ করছ।" (-মুসলিম)

৪.২ ইসলামী শিক্ষার মর্যাদাগত গুরুত্ব

জ্ঞান মানবজাতির জন্য প্রভূত কল্যাণ বয়ে আনে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন:

وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

"আর যাকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়েছে।" (সূরা বাকারা : ২৬৯)

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

"বল, যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান?" (যুমার ৩৯ : ৯)

মহানবীর (স) ঘোষণা–

وَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ

"আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের ইলম দান করেন।" (আল-হাদীস)

উপকারী ও কল্যাণকর জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা করা ও শিক্ষা দান করা উভয়ই প্রভূত সওয়াবের কাজ। নবী করীম (স) এ প্রসঙ্গে বলেন : "শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ই সওয়াবের অংশীদার।" (ইবনে মাজাহ)

আল্লাহর নবী (স) আরও বলেন : "যে ব্যক্তি কোন ভালো কাজের পথ দেখান, সে ভালো কাজকারীর সমান সওয়াব পথ প্রদর্শনকারীও পায়।" (মুসলিম)

জ্ঞান অন্বেষণকারীকে আল্লাহ সর্বতোভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা দান করেন। মহানবী (স) এ প্রসঙ্গে বলেন :

مَنْ خَرَجَ فِىْ طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ حَتّٰى يَرْجِعَ

"যে ব্যক্তি জ্ঞান-অর্জনের উদ্দেশে ঘর থেকে বের হয়, সে আল্লাহর রাস্তায় চলে, যতক্ষণ না সে ঘরে ফিরে আসে।" (তিরমিযী)

আল্লাহর নবী (স) আরও বলেন: "ইলম অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টির জন্য তাদের সামনে ফেরেশতারা নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেয়।' (আবু দাউদ) মহানবী (স) বলেন, "আদম সন্তান যতক্ষণ জ্ঞান অর্জনে ব্যাপৃত থাকে, ততক্ষণ তার মনের তারুণ্য বজায় থাকে।' (কান্‌যুল হাকায়েক)

জ্ঞান অন্বেষণকারী পরকালে জান্নাত লাভ করবে। নবী করীম (স) বলেছেন :

مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ بِهٖ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ

"যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য কোন পথে চলে, আল্লাহ তার বেহেশতের পথ সুগম করে দেন। (মুসলিম)

জ্ঞান অন্বেষণকারীর প্রতি আল্লাহ খুশী হন এবং তার পাপরাশি মার্জনা করে দেন। মহানবী (স) বলেছেন :

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِّمَا مَضىٰ-

"যে জ্ঞান অন্বেষণ করে, তার অতীতের পাপরাশি মাফ হয়ে যায়।" (তিরমিযী)

জ্ঞানীকে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ মর্যাদা দান করবেন। প্রিয়নবী (স) এ ব্যাপারে বলেন : "পূর্ণিমার রাতের সকল তারকার উপর চাঁদের যেরূপ মর্যাদা, সাধারণ ইবাদাতকারীর উপর জ্ঞানী ব্যক্তির মর্যাদাও সেরূপ।" (তিরমিযী)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন: একজন পন্ডিত ব্যক্তি মহাকাশের তারকাগুলোর মত, যারা রাতের আঁধারে পৃথিবীর স্থল ও জলভাগ আলোকিত করে পথিককে পথ দেখায়। তারকা শূন্য রাতে পথিকের তো পথ হারাবার সম্ভাবনা থাকে।" (-মুসনাদে আহমদ)

হযরত জাবির বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করল পণ্ডিতদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠতম? তিনি উত্তর দিলেন, যে সর্বদা অন্যের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখে। কেননা, একজন প্রকৃত বিদ্বান ব্যক্তির জ্ঞানতৃষ্ণা কখনও মেটেনা।"

নফল ইবাদাতসমূহের মধ্যে জ্ঞান অন্বেষণ করা সবচেয়ে উত্তম ইবাদত। মহানবী (স) এ মর্মে বলেছেন:

تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِّنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِنْ اِحْيَائِهَا

"রাতের বেলা এক ঘন্টা জ্ঞান-চর্চা করা সারা রাত নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম।" (দারিমী)

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন : "আল্লাহর ইবাদতের সর্বোৎকৃষ্ট রূপ হচ্ছে জ্ঞান অন্বেষণ।" (কানযুল হাকায়েক)

"এক মুহূর্তের চিন্তা-ভাবনা সত্তর বছরের ইবাদতের চাইতে মঙ্গলকর।" (কানযুল হাকায়েক)

মানব জীবনে জ্ঞান-অন্বেষণ করার প্রয়োজনীয়তা এত অধিক যে এর জন্য কোন বয়সসীমা নেই। মহানবী (স) এ প্রসঙ্গে বলেন:

اُطْلُبُوْا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ اِلَى اللَّحَدِ

"তোমরা দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ কর।"

শিক্ষাই সম্মান ও মর্যাদার মাপকাঠি। হযরত আদম (আ)-কে শিক্ষার কারণেই ফেরেশতার উপরে মর্যাদা দেয়া হয়েছে।

জ্ঞানের জন্যই মানুষ সৃষ্টিলোকের সেবায় নিয়োজিত থাকে। সেজন্য সৃষ্টিকুল জ্ঞান-অন্বেষণকারীদের কল্যাণের জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করে থাকে। নবী করীম (স) বলেছেন : "আল্লাহর ফেরেশতাগণ ইলম অন্বেষণকারীর জন্য নিজেদের পালক বিছিয়ে দেন এবং তাদের জন্য আসমান-যমীনের সকল সৃষ্টি এবং পানির মাছ পর্যন্ত দু'আ ও মাগফিরাত কামনা করে থাকে।"

মহানবী (স) বলেন : "কল্যাণ শিক্ষাদানকারীর জন্য সব কিছুই আল্লাহর কাছে মাগফিরাত কামনা করে।" (তিরমিযী)

তবে অপকারী ও ক্ষতিকর শিক্ষা-দীক্ষা থেকে বিরত থাকার জন্যও মহানবী (স) তাকিদ করেছেন। তিনি বলেন :

تَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ

"যে শিক্ষায় কোন উপকার হয় না সে শিক্ষা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও। (ইবনে মাজাহ)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন :

"ইলম দু'প্রকার : প্রথমত যে ইলম মানুষের (মুখ অতিক্রম করে) অন্তরে স্থান করে নেয়, এটাই উপকারী ইলম। দ্বিতীয়ত: যে ইলম মুখেই থাকে; তা আল্লাহর আদালতে বনি আদমের বিরুদ্ধে দলীল হবে।" (দারিমী)

এ আলোচনা থেকে আমরা জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব ও মর্যাদা বুঝতে পারলাম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১.৪

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

মিল করুন

১.	ফরযে আইন মূলক ইলম-	১.	যে শিক্ষা মানুষকে হারামের দিকে প্রলুব্ধ করে।
২.	ফরযে কিফায়মূলক ইলম-	২.	প্রয়োজন দেখা দেয়ার আগেই দীনের কিছু ইলম অর্জন করে রাখা।
৩.	মুস্তাহাব মূলক ইল্ম-	৩.	কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞান আহরণ ও গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করা।
৪.	হারাম মূলক ইলম-	৪.	ইসলাম ও মানবতার দৃষ্টিতে অকল্যাণকর এমন কিছু শিক্ষা করা।
৫.	মুবাহ্ মূলক ইলম-	৫.	ইসলামের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জানা।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামী শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কেন?

২. ইসলামী শিক্ষার বিধানগত গুরুত্বের দিকগুলো তুলে ধরুন।

৩. ইসলামী শিক্ষার মর্যাদাগত গুরুত্ব লিখুন।

পাঠ ৫ ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করতে পারবেন
- জীবন পরিচালনায় ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপস্থাপন করতে পারবেন
- নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য শিক্ষার অপরিহার্যতা তুলে ধরতে পারবেন।

৫.১ ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

ইসলামী শিক্ষা মানুষের জীবনে চলার জন্য অপরিহার্য। জ্ঞানের দ্বারা মূর্খতা দূরীভূত হয় এবং চিন্তা গবেষণার পথ উন্মুক্ত হয়। জ্ঞানের দ্বারাই উন্নতি-অগ্রগতির পথ সূচিত হয় এবং মানুষের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এ জন্য ইসলাম জ্ঞানার্জনের উপর বিশেষ তাকিদ দিয়েছে এবং শিক্ষালাভকে সকলের মৌলিক কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছে।

জ্ঞানের বিপরীত হল অজ্ঞতা। ইসলামের দৃষ্টিতে তা ঘৃণিত। আল-কুরআনে অজ্ঞতাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে উল্লেখ করে তা থেকে পানাহ চাইতে বলে। কুরআনে এসেছে-

قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ

"মূসা বললেন, আমি অজ্ঞ লোকদের মধ্যে গণ্য হওয়া থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।" (সুরা বাকারা : ৬৭)

ইসলামী শিক্ষার দ্বারা মানুষ সত্য সঠিক ও মুক্তির পথে চলতে পারে।

এখানে আমরা ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কতিপয় দিক তুলে ধরব-

ক. বিদ্যা চর্চাই উন্নতির চাবিকাঠি

জ্ঞান বা বিদ্যা ছাড়া মানুষের উন্নতি হতে পারে না। যে ব্যক্তি যত বড় জ্ঞানী, সে ব্যক্তি তত বেশি উন্নত। তেমনি যে জাতি জ্ঞানের দিক থেকে যত উন্নত, সে জাতিও তত বেশি উন্নত। চলমান বিশ্বে আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে দেশ বা জাতি উন্নত, তারাই মানব সভ্যতায় বেশি অবদান রাখতে পারছে। জ্ঞান চর্চাই উন্নতির চাবিকাঠি। তাই জ্ঞান অন্বেষণের প্রয়োজন যথেষ্ট রয়েছে।

জ্ঞান মানুষকে জীবন পথের দিশা দেয়। সে কারণে যেখান থেকে এবং যতদূর হতে হোক না কেন, তা অর্জন করা প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্য অপরিহার্য। মহানবী (স) ঘোষণা করেছেন :

اَلْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْحَكِيْمِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا

"জ্ঞানের কথা জ্ঞানীর হারানো মহামূল্যবান ধন, তা সে যেখানেই পাবে, তা গ্রহণ করার অধিকার তার আছে।" (ইবনে মাজাহ)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : "জ্ঞান বিস্তারের ক্ষেত্রে যাতে সবাই আপন আপন দায়িত্ব পালন করে, সে জন্য তোমরা একে অন্যকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করবে। জ্ঞান বিস্তারে সাহায্য করতে অস্বীকার করা কাউকে তার সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করার চাইতেও জঘন্য কাজ। মহাবিচারের দিন আহকামুল হাকেমীন এ বিষয়ে কর্তব্যে গাফেলদের হিসেব নেবেন।" (তিরমিযী)

খ. সত্য-মিথ্যার প্রভেদের জন্য শিক্ষা

সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বই পৃথিবীর ইতিহাস। ইসলাম সত্য এবং কুফুর মিথ্যা। এ সত্য-মিথ্যা, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ও সুন্দর-অসুন্দরের পার্থক্য নির্ণয় করতে ইসলামী জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। ইসলামী জ্ঞান ছাড়া তা সম্ভব নয়। আল্লাহ বলেন,

তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে এক আলোকময় বস্তু এসেছে। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে চায় এর দ্বারা তাদের তিনি শান্তি পথে চালিত করেন। আর নিজের ইচ্ছায় তাদের আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে- আর তাদের চালিত করেন সরল পথে।" (সূরা মায়িদা ৫ : ১৫-১৬)

وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ

"অবশ্যই তাদেরকে পৌঁছিয়েছিলাম এমন এক কিতাব, যাকে পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা বিশদ ব্যাখ্যা করেছিলাম এবং যা ছিল বিশ্বাসী সমাজের জন্য পথনির্দেশ ও দয়া।" (সূরা আ'রাফ : ৫২)

মহান স্রষ্টাকে চেনা ও মানার জন্যে ইসলামী শিক্ষা অপরিহার্য। আল্লাহকে চিনতে হলে, তাকে সঠিকভাবে মানতে হলে, তাঁর সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে জানতে হবে। তাঁর যথার্থ পরিচয় জানা না থাকলে তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যও করা যায় না। যারা সত্যিকার জ্ঞানী তারাই সম্যকভাবে আল্লাহকে চেনেন, জানেন রহস্যময় বিষয়সমূহ। এজন্য তারা গৌরব বা অহংকার করেন না। বরং একে আল্লাহর নিয়ামত মনে করেন এবং বলেন এসব কিছুই আল্লাহর দান। এ ব্যাপারে আমাদের কোন কৃতিত্ব নেই। (সূরা আলে ইমরান ৩ : ৭) প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তিগণ চিন্তা চেতনায় এমন পবিত্রতা লাভ করেন যে, তারা আল্লাহর পক্ষ হতে প্রদত্ত প্রতিদানকে দুনিয়ার সব কিছু হতে উত্তম মনে করে। আল কুরআনের ভাষায়:

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ

"আল্লাহ, ফেরেশতা এবং জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্য দেন যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।" (সূরা আলে ইমরান:১৮)

বস্তুত প্রকৃত জ্ঞানী মানুষেরাই আল্লাহকে ও আল্লাহর সৃষ্টিকে সম্যকভাবে বুঝতে পারে।

আল-কুরআনে বলা হচ্ছে-

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا

"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী, তারাই তাঁকে ভয় করে।" (সূরা ফাতির : ২৮)

গ. হালাল উপার্জনের জন্য শিক্ষা

হালাল উপার্জন করা ফরয। আর হালাল উপার্জনের জন্যে এবং আত্ম-কর্মসংস্থানের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা প্রয়োজন। কোনটি হালাল ও কোনটি হারাম তা জানার জন্য ইসলামী শিক্ষা অপরিহার্য। সমাজ থেকে অন্যায়-অবিচার, বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির দাবানল নির্বাপিত করার জন্য প্রয়োজন ধর্মের অনুশীলন। আর ইসলামই একমাত্র শান্তি, সাম্য ও ইনসাফের ধর্ম। কাজেই সমাজ থেকে অন্যায়-অবিচার দূর করার জন্য ইসলাম সম্বন্ধে জানা খুবই প্রয়োজন।

ঘ. মানবিকতার বিকাশ

শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষের মানবিক বৃত্তিগুলোর বিকাশ সাধন হয়। মানুষের মেধা, মনন ও রুচি শিক্ষার মাধ্যমে উৎকর্ষ লাভ করে। শিক্ষার দ্বারা মানুষের মধ্যে দয়া-মায়া, স্নেহ-মমতা, সহানুভূতি-সহমর্মিতা ইত্যাদি মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটে। কাজেই ইসলামী শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন।

ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের চরিত্র পূত-পবিত্র হয়। মানুষের আচার-আচরণ পরিশীলিত ও মার্জিত হয়। এতে চারিত্রিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।

ইসলামী শিক্ষা একজন মানুষকে রাষ্ট্রের, সমাজের ও পরিবারের সু-সদস্য হিসেবে গড়ে তোলার শিক্ষা দেয়। তার মধ্যে সুনাগরিকতার গুণাবলী সৃষ্টি হয়। কর্তব্যনিষ্ঠ ও দায়িত্বশীল বানায়।

মানুষ দেহসর্বস্ব জীব নয়। তার রয়েছে আধ্যাত্মিক জীবন। আত্মিক উন্নতি ও আধ্যাত্মিক বিকাশ ইসলামী শিক্ষা ছাড়া সম্ভব নয়। আর আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও উন্নতিই মানবতার পরম প্রাপ্তি। এজন্যও ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজন।

ঙ. দ্বীনের উজ্জীবনের জন্যে

দ্বীনের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠা এবং তা সমুন্নত রাখার অক্ষুণ্ন ও উজ্জীবনের জন্যে ইসলামী শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। ইসলামী শিক্ষা ছাড়া দ্বীনের উজ্জীবন সম্ভব নয়।

সার-সংক্ষেপ

শিক্ষা মানবিকতার বিকাশ ঘটায়। সত্যিকার জ্ঞানচক্ষু খুলে দেয়। নিজকে চিনতে পারে। চিনতে পারে মহান স্রষ্টা আল্লাহকে। সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় এবং সর্বোপরি তার দায়িত্ব-কর্তব্য বুঝতে পারে শিক্ষার মাধ্যমেই। কাজেই শিক্ষা অন্বেষণ করাকে ইসলাম তার অনুসারীদের উপর অপরিহার্য করে দিয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১.৫

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন : এক কথায় উত্তর দিন।

১. শিক্ষা লাভ করা কেমন কর্তব্য?

২. জ্ঞানের বিপরীত কি? ইসলামের দৃষ্টিতে তা কেমন?

৪. সত্যিকার উন্নতির চাবিকাঠি কি?

৫. সত্য ও মিথ্যার প্রভেদ জানার জন্য কি অপরিহার্য?

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ

১. ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২. জীবন পরিচালনায় ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরুন।

৩. সত্য ও মিথ্যার প্রভেদ জানার জন্য ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে কি? লিখুন।

৪. মানবিকতার বিকাশে ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরুন।

পাঠ ৬ ইসলামী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- ইসলামী শিক্ষা ওহী ভিত্তিক সেটা প্রমাণ করতে পারবেন। ইসলামী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- ইসলামী শিক্ষা যে ইহ্-পরকালীন কল্যাণময়- তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য ইসলামী শিক্ষার বিকল্প নাই তা উপস্থাপন করতে পারবেন।
- ইসলামী শিক্ষা যে সমন্বিত শিক্ষা তা প্রমাণ করতে পারবেন।

৬.১ তাওহীদ ভিত্তিক শিক্ষা

ইসলামী শিক্ষার রূপকার স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। মানব রচিত অন্যান্য শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য এখানে আলোচনা করা হল।

সমগ্র সৃষ্টির স্রষ্টা, পালনকর্তা, মালিক-রাজাধিরাজ, শাসনকর্তা, নিয়ন্ত্রণকর্তা ও সার্বভৌমত্বের অধিপতি হলেন মহান আল্লাহ। বিশ্ব মানব তাঁর বান্দা ও দাস। কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট। প্রত্যেককে তাঁরই নির্দেশাধীনে থাকতে হয় এবং তাঁরই সামনে মাথা নত করতে হয়। এটাই হল তাওহীদ। ইসলামী শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে মহান আল্লাহর একত্ববাদের প্রত্যয়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। আল্লাহকে বাদ দিয়ে কোন শিক্ষাই ইসলামী শিক্ষা হতে পারে না।

ইসলামী শিক্ষা পুরোপুরি ওহীভিত্তিক। ইসলামের প্রথম বাণী–

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ

"পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।" (আলাক : ১)

আল্লাহ তাআলা বলেন-

"যেমনিভাবে আমি তোমাদের কাছে তোমাদের থেকেই রাসূল প্রেরণ করেছি, যিনি তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করছেন, তোমাদের পবিত্র পরিশুদ্ধ করছেন আর তোমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন কিতাব ও হিকমাহ আর সেসব বিষয় যা তোমরা জানতে না।" (সূরা বাকারা ২ : ১৫১)।

আল্লাহর নবী (স) বলেন :

اِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الاَنْبِيَاءِ وَاِنَّ الاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَاِنَّمَا وَرَّثُوْا الْعِلْمَ-

"নিশ্চয়ই আলিমগণ নবীদের ওয়ারিস- উত্তরাধিকারী। আর নবীদের মীরাস অর্থ- সম্পদ নয়; বরং তাঁদের মীরাস হল 'ইলম'। তাঁরা একমাত্র ইলমকেই মীরাস হিসেবে রেখে গেছেন।" (তিরমিযী, আবূ দাউদ)

সুতরাং ইসলামের সমস্ত শিক্ষাই অহীর আলোকে রচিত।

ইসলামের সামগ্রিক শিক্ষাই কুরআন ও হাদীসের আলোকে রচিত। তাই মানুষের পার্থিব জীবনে যে সব শিক্ষার প্রয়োজন হয়, তা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে করলে- তাই ইসলামী শিক্ষায় পরিণত হয়। আল্লাহ বলেন :

مَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

"রাসূল যা নিয়ে এসেছেন, তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে বিরত করেন, তা বর্জন কর।" (হাশর : ৭)

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন :

تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا اِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُوْلِهِ

"আমি তোমাদের জন্য দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি যা অবলম্বন করলে কখনো তোমরা পথভ্রষ্ট হবেনা। তা'হল আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ।" (বুখারী-মুসলিম) ইসলাম শিক্ষা মানব রচিত নয়। ইসলাম শিক্ষার প্রধান উৎস কুরআন ও সুন্নাহ। কাজেই শিক্ষাগ্রহণ করা অপরিহার্য। আল্লাহ বলেন,

فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"অতএব যে আমার প্রদত্ত হিদায়াত অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় ও চিন্তা থাকবেনা।" (বাক্বারা ২ : ৩৮)।

মানুষের জীবনের সকল কাজ যখন কুরআন-হাদীসের নীতি ও আইন অনুযায়ী করা হয়, তখন সমস্ত কাজই ইবাদতে পরিণত হয়। কেননা, ইসলামের কোন বিশেষ অনুষ্ঠানই শুধু ইবাদত নয়; বরং গোটা জীবনটাকেই ইবাদতে পরিণত করার জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ বলেনঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

আমি জিন ও মানব জাতিকে একমাত্র আমারই ইবাদত-বন্দেগী করার জন্য সৃষ্টি করেছি।" (সূরা যারিয়াত : ৫৬)।

মহানবী (স) বলেছেন- ওহীর মারফত আল্লাহ আমাকে একথা ঘোষণা করতে বলেছেন: "যে ব্যক্তি জ্ঞানের অন্বেষণে বাড়ি থেকে রওয়ানা হয়, তার বেহেশতে প্রবেশের পথ আমি সহজ করে দেব। ইবাদতের চেয়ে জ্ঞান অর্জনের উপকারিতা বেশি।" (বায়হাকী ও মিশকাত)

৬.২. ইহ-পরকালীন কল্যাণময় শিক্ষা

ইসলামী শিক্ষায় ইহকাল-পরকাল বিচ্ছিন্ন নয়। এ শিক্ষায় দুনিয়া ও আখিরাতের সব প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা আছে। অন্যান্য শিক্ষায় শুধু বৈষয়িক কল্যাণের দিকটা দেখা হয়। কিন্তু ইসলামী শিক্ষায় ইহকালীন ও পরকালীন সামগ্রিক মঙ্গল ও কল্যাণের বিষয় বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন :

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً

"হে আমাদের প্রভু! আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দাও।" মহানবী (স) বলেন : "মানুষকে তার সঠিক ব্যবহারিক বুদ্ধি চেতনার ভিত্তিতে পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের মর্যাদা দান করা হবে।"(কানযুল হাকায়েক)

মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলীফা। আল্লাহর ঘোষণা :

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

"আমি পৃথিবীতে আমার খলীফা বানাব।" (সূরা বাকারা ২:৩০)

আল্লাহ আরও বলেন

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ

"তিনিই সেই মহান সত্তা (আল্লাহ) যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা বানিয়েছেন।" (সূরা ফাতির : ৩৯)।

খিলাফতের মহান দায়িত্ব পালন করার জন্য যোগ্যতা প্রয়োজন। এ প্রয়োজন পূরণে ইসলামী শিক্ষার বিকল্প নেই।

৬.৩ জীবনকে সঠিক পথে পরিচালনা

জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার যোগ্যতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই শিক্ষা প্রয়োজন। সুতরাং 'মানুষের জীবন ও সবকিছু আল্লাহর দান'- এ বিশ্বাসের আলোকে দুনিয়ায় জীবন যাপন করার উপযোগী শিক্ষাই ইসলামী শিক্ষা নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। এ জীবনের জন্য চিকিৎসা, প্রকৌশল, গণিত, বিজ্ঞান, ভূগোল, নীতিশাস্ত্র, অর্থনীতি, সমাজ-বিজ্ঞান ইত্যাদি সবগুলোই কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে শিখতে হবে। জীবনকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য তাই ইসলামী শিক্ষা অপরিহার্য। আল্লাহ কুরআন মাজীদে এ সম্বন্ধে বলেন-

هُدًى لِلنَّاسِ

"এটা মানবতার কল্যাণময় পথ নির্দেশিকা।"

মহানবী (স) বলেন, জ্ঞান অর্জন কর। কেননা, জ্ঞানবান লোক ভাল মন্দের পার্থক্য বুঝতে পারে। জ্ঞান জান্নাতের পথ আলোকিত করে। বন্ধুহীন অবস্থায় জ্ঞানই একমাত্র সাথী। জ্ঞান আমাদের সবাইকে সুখলাভের পথে পরিচালিত করে। দুর্দিনে তা দুঃখ কষ্ট সহ্য করার শক্তি দেয়। শত্রুর বিরুদ্ধে তা অস্ত্র স্বরূপ, আর বন্ধুমহলে তা শোভা বৃদ্ধি করে। এর দ্বারা আল্লাহ বিভিন্ন জাতির জাতীয় মর্যাদা উন্নীত করেন ও তাদের উত্তম বৃত্তি শিক্ষার পথ প্রদর্শকরূপে গড়ে তোলেন। এভাবে জ্ঞান তাদের দেয় নেতৃত্ব। তখন অন্যরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তাদের মতামতকে মেনে নিয়ে শ্রদ্ধা করতে থাকে।"

(ইবনু আবদুল বারর- ফাদলুল ইলম)

৬.৪ নৈতিক উৎকর্ষ

ইসলামী শিক্ষা একটি মহান আদর্শের ধারক-বাহক। ইসলামী বিশ্বাস ও মূল্যবোধের আলোকে সকল কাজে আল্লাহর কাছে জবাবদিহির চেতনা জাগ্রত করে এ শিক্ষা। কাজেই এ শিক্ষাই মানুষকে আদর্শিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও জাগ্রত করে।

ইসলামী শিক্ষা মানুষকে সকল প্রকার অন্যায়-অসত্য ও কলুষ থেকে পূত-পবিত্র করে। মানুষের চিন্তা-বিশ্বাস, চেতনা ও চরিত্রকে পরিশোধন করে। আল্লাহ বলেন :

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ

"তিনিই মহান সত্তা- যিনি নিরক্ষরদের মাঝে নবী পাঠিয়েছেন, তাদেরকে কুরআনের আয়াত পাঠ করে শুনানোর জন্য এবং তাঁদেরকে পূত-পবিত্রকরণের জন্য।" (সূরা জুমুআ : ২)

ইসলামী শিক্ষা নৈতিকতা ভিত্তিক। শিক্ষাকে নৈতিকতায় উজ্জীবিত করার জন্য ইসলামী শিক্ষা অপরিহার্য। আল্লাহর নবী (স) বলেছেন,

بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

"আমাকে নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন ও পূর্ণতা বিধানের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।" (মুয়াত্তা ইমাম মালিক)।

আর মহানবী (স) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

"নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের ধারক"। (সূরা কালাম : ৪)

৬.৫. সমন্বিত শিক্ষা

ইসলামী শিক্ষা শুধু বৈষয়িক কিংবা কোন ধর্মীয় শিক্ষা নয়। মানব জাতির গোটা জীবন-ব্যবস্থা তথা পার্থিব ও বৈষয়িক প্রয়োজন পূরণ করার জন্য যে শিক্ষা গ্রহণ করা অপরিহার্য, সে শিক্ষাকে যদি ইসলামী মূল্যাবোধের আলোকে পরিবেশন করা হয়, তা'হলেই সেটা ইসলামী শিক্ষা। ইসলামী শিক্ষা একটি সমন্বিত শিক্ষা।

ইসলামী শিক্ষা কোন যুগ-কাল-দেশ, জাতি, ভাষা ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটা চিরপ্রগতিশীল শিক্ষা। মানব সভ্যতার প্রগতি ও বিকাশমান ধারার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। এ শিক্ষা সর্বকালের সবরকম প্রয়োজন মেটাতে পারে। আল্লাহ বলেন :

"তোমাদের সমাজ থেকে এক একটি দল কেন বেরিয়ে আসেনা! এই উদ্দেশ্যে যে, তারা দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করবে এবং ফিরে গিয়ে নিজেদের লোকদের সেই জ্ঞান দ্বারা সতর্ক করে তুলবে।' (তাওবা : ১২২)।

যেখান থেকেই সম্ভব জ্ঞান আহরণ করার জন্য তাকিদ দিয়ে রাসূলুল্লাহ বলেছেন,

"যেখানেই মিলুক একটা জ্ঞানের তত্ত্ব যেন হারান সম্পত্তি। তাকে কুড়িয়ে নাও, যেন তা তোমার নিজস্ব সম্পদ।" (তিরমিযী)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন: "যে ক্ষেত্রেই খনিতেও দেখতে পাও, জ্ঞান আহরণ কর। উৎস ক্ষেত্র তোমার কোনো ক্ষতি সাধন করেনা।" (কানযুল হাকায়েক)

আল্লাহ প্রার্থনা শিখিয়েছেন : "প্রভু হে! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দাও।"

সার-সংক্ষেপ
যে শিক্ষায় স্রষ্টার প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্য সৃষ্টি হয় তাই ইসলামী শিক্ষা। ইসলামী শিক্ষা ব্যতীত অন্য কোন শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা অন্তরে মানবতা, আল্লাহভীতি ও আল্লাহর প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্য জন্মে না। বর্তমান বিশ্বে তথাকথিত পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা মানুষ শিক্ষিত হচ্ছে বটে; কিন্তু এ শিক্ষা দ্বারা সত্যিকারের মানবতাবোধ সৃষ্টি হচ্ছে না। কাজেই এ শিক্ষা দ্বারা কাঙ্খিখত মানব কল্যাণ সাধিত হচ্ছে না। সুতরাং মুসলিম সমাজ তথা গোটা বিশ্বে শান্তি, নিরাপত্তা, মানবতাবোধ ও মানবতার বিকাশ সাধনের জন্য ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা কোন বিকল্প নেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১.৬

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন : শূন্যস্থান পূরণ করুন।

সার্বভৌমত্বের অধিপতি হলেন ....। বিশ্ব মানবতার .... কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই জন্যই ....। প্রত্যেককেই তাঁরই .... থাকতে হয় এবং তাঁরই সামনে .... নত করতে হয়। এটাই হল ....। ইসলামী শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে মহান আল্লাহর .... প্রত্যয়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. "ইসলামী শিক্ষা ওহী ভিত্তিক"- আলোচনা করুন।

২. ইসলামী শিক্ষা ইহ-পরকালীন কল্যাণময় শিক্ষা" ব্যাখ্যা করুন।

৩. "জীবনকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য ইসলামী শিক্ষার বিকল্প নেই"- যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

৪. "ইসলামী শিক্ষা একটি সমন্বিত শিক্ষা"- বিশ্লেষণ করুন।

৫. ইসলামী শিক্ষা নৈতিক উৎকর্ষের জন্য অপরিহার্য"- বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ ৭ ইসলামী সংস্কৃতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে পারবেন
- ইসলামী সংস্কৃতির পরিচয় দিতে পারবেন
- ইসলামী সংস্কৃতির উৎস আলোচনা করতে পারবেন
- ইসলামী সংস্কৃতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনা করতে পারবেন।

৭.১ সংস্কৃতির পরিচয়

ইসলামী সংস্কৃতি কি ? তা বুঝার জন্য সংস্কৃতি কথাটির বিশ্লেষণ করা দরকার। সংস্কৃতি শব্দের অর্থ বিশোধন, সংশোধন এবং শুদ্ধিকরণ। পতিত অবস্থা থেকে উদ্ধার করণ, পরিষ্কার বা নির্মল করণ, উৎকর্ষ সাধন, উন্নতি বিধান। অনুশীলন দ্বারা লব্ধ বিদ্যা বুদ্ধি, রীতি-নীতি ও মার্জিত আচার-আচরণ ইত্যাদির উৎকর্ষই হচ্ছে কৃষ্টি বা (Culture) কালচার। এজন্য কৃষ্টিও সংস্কৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ইংরেজিতে Culture (কালচার) অর্থ হচ্ছে কর্ষণ করা। অমসৃণ জমিকে যেমন কর্ষণ করে মসৃণ ও ফসল উৎপাদনের উপযোগী করা হয়। তেমনি সদাচরণের কর্ষণ ও অনুশীলন দ্বারা একজন ব্যক্তি বা জাতি পরিশীলিত ও সংস্কৃতিবান হয়। এজন্য চাষকৃত জমিকে Cultured Land বলা হয়। তেমনি পরিশীলিত ব্যক্তি বা জাতিকে বলা হয় Cultured man বা Cultured nation।

আরবীতে সংস্কৃতির প্রতিশব্দ হচ্ছে ثَقَافَةٌ (সাকাফাহ্)। এর অর্থ সফল হওয়া, শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ পাওয়া। মার্জিত, আকর্ষণীয় ও সৌন্দর্যমণ্ডিত মানুষকে মুসাক্কাফ مُثَقَّفٌ বা সংস্কৃতিবান বলে। আরবী তাহযীব تَهْذِيْبٌ এবং উর্দু তামাদ্দুন تَمَدُّنٌ শব্দ দুটোও একত্রে সংস্কৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। সভ্য-ভদ্র, সজ্জিত ও নন্দিত জীবনকে তাহযীব-তামাদ্দুন বা সংস্কৃতি বলা হয়।

মোটকথা, পরিশীলিত, মার্জিত, সজ্জিত, উন্নত, রুচিসমৃদ্ধ জীবনবোধ ও জীবনাচারকে সংস্কৃতি ও কৃষ্টি বলা হয়। মোট কথা কোন জাতির বিশ্বাস ও চিন্তা চেতনার বিশেষ গুণান্বিত আঙ্গিকের পরিশীলিত ব্যবহারিক বহিঃপ্রকাশকে সংস্কৃতি বলা হয়।

নৃ-বিজ্ঞানী কটহীমর বলেন- Culture is the complex whole which includes knowledge, belief, art, moral, Law, Custom and any other Capabilities and habits acquired by men as a member of society. অর্থাৎ, "সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষের অর্জিত জ্ঞান-বিশ্বাস, কলা, নীতি-নিয়ম, আইন, প্রথা, সংস্কার ও অন্যান্য বিষয়ে দক্ষতার জটিল সমাবেশকেই সংস্কৃতি বলা হয়।"

আবুল হাশিম বলেন– "Culture is the development of the faculties of man both external and internal and its manifestation in his behaviour and in his immediate material. environment." অর্থাৎ "মানুষের দৈহিক ও মানসিক বৃত্তিসমূহের উৎকর্ষ সাধন এবং তার ব্যবহারিক জীবন ও প্রত্যক্ষ জড় পরিবেশে তার ফলিত রূপকেই সংস্কৃতি বলে।"

ইউনেস্কোর ১৯৮২ সালে মেক্সিকো সম্মেলনে সংস্কৃতির পরিচয় দিতে গিয়ে ঘোষণা করা হয়– "ব্যাপকতর অর্থে সংস্কৃতি একটি জাতির অথবা সামাজিক গোত্রের বিশিষ্টার্থক আত্মিক, বস্তুগত, বুদ্ধিগত এবং আবেগগত চিন্তা এবং কর্মধারার প্রকাশ। শিল্প ও সাহিত্যই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত একমাত্র বিষয় নয়। মানুষের জীবন ধারাও সংস্কৃতির অঙ্গ। মানুষের অধিকার, মূল্যবোধ, ঐতিহ্য এবং বিশ্বাসও সংস্কৃতির অঙ্গ।"

৭.২ ইসলামী সংস্কৃতির পরিচয়

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন ও প্রগতিশীল শাশ্বত জীবন ব্যবস্থা। তাই স্বভাবতই ইসলামী অনুশাসনের প্রভাবে ইসলামে স্বতন্ত্র সংস্কৃতি রয়েছে। ইসলাম অনুমোদিত ও ইসলামী শরীয়াত নির্দেশিত মুসলিম জাতির জীবন পদ্ধতিই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতি।

ইসলামী সংস্কৃতির সর্বাত্মক সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায়, "ইসলামী জীবন দর্শন ও জীবন বিধান অনুশীলনের ফলে মানুষের ব্যবহারিক জীবন ও পরিবেশে যে সংস্কৃতি ফলিত হয়, তাই ইসলামী সংস্কৃতি।" এ সংস্কৃতিতে ইসলামী মূল্যবোধসমূহ

সর্বাত্মকভাবে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামের মূল বিশ্বাসের আলোকে যত নিয়ম-নীতি, বিধি-নিষেধ পালন করতে হয়, তা সবই ইসলামী সংস্কৃতি। যাকে দ্বীনও বলা হয়। আর এ জন্যই আল্লাহ বলেন :

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

"ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন।" (সূরা আলে-ইমরান ৩ : ১৯)

ইসলামী জীবন চেতনা, মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের পরিপন্থী কোন সংস্কৃতিই মুসলিম জাতির সংস্কৃতি হতে পারে না। তাই ইসলামী জীবন বিশ্বাসের বিপরীত ভাবাদর্শের কোন আচার-আচরণ, কৃষ্টি-সংস্কৃতি কোন মুসলিম সমাজে দেখা গেলে সাথে সাথে ইসলামী মনীষীগণ সেটাকে অন্য নাম দিয়ে প্রত্যাখান করেছেন। সেগুলোকে 'বিদয়াত' 'কুসংস্কার' বা বিজাতীয় সংস্কৃতি বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং তা প্রত্যাখান করেছেন। এ ব্যাপারে মহানবী (স) বিশেষভাবে হুশিয়ার করে বলেছেন:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"কেউ অন্য কোন জাতির অনুকরণ করলে, সে ঐ জাতির মধ্যে গণ্য হবে।" (মুসনাদে আহমাদ)

আর তাই শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, চলচ্চিত্র, চিত্রকলা, স্থাপত্য প্রভৃতি শিল্পকলা ইসলামী ভাবধারার পরিচায়ক হতে হবে। নচেৎ তা ইসলামী সংস্কৃতির অঙ্গ হবে না।

ইসলামী সংস্কৃতি বেমানান ও অশালীন বিষয়াদি পরিহার করতে বলে। আর ঈমান ভিত্তিক মার্জিত পরিশীলিত উন্নত পূত-পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন ধ্যান-ধারণা সম্বলিত সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করে।

ইসলামী সংস্কৃতি যেমন ব্যাপক, তেমন আদর্শ ভিত্তিক ও সর্বজনীন। কাজেই ইসলামী সংস্কৃতি বলতে আমরা যা বুঝি তার মধ্যে প্রথম হল তাওহীদবাদ তথা মানব জীবনে আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা, মানুষের সামাজিক জীবনে সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সার্বজনীন নীতির প্রবর্তন। বিশ্বাস, চিন্তাধারা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, আইন-কানুন, নীতি, প্রথা, আচার-আচরণ যেগুলো তাওহীদবাদ ও সর্বজনীন নীতির বিরোধী নয়, তাকে ইসলামী সংস্কৃতি বলা যায়।

ইসলামের মূল্যবোধ বা ঈমান তথা বিশ্বাসই হচ্ছে এ সংস্কৃতির প্রাণ। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে

كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

"পবিত্র কালিমা একটি বৃক্ষের মত যার শেকড় থাকে সুগভীরে প্রতিষ্ঠিত আর তার শাখা-প্রশাখা থাকে দিগন্ত বিস্তৃত।" (সূরা ইবরাহীম-১৪ : ২৪)

ইসলামী সংস্কৃতির বিশালায়তন প্রাসাদকে অক্ষুণ্ন রাখা মুসলিম জাতির জন্য অপরিহার্য। ভাষা, সাহিত্য, স্থাপত্য, চিত্রকলা, আচার-আচরণ, উৎসব অনুষ্ঠান সকল ক্ষেত্রেই সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা মুসলমানের জন্য জরুরী। প্রত্যেক জাতি বা জনগোষ্ঠীর আলাদা আলাদা সংস্কৃতি বা কৃষ্টি রয়েছে। সে সংস্কৃতি ভাষা, পেশা, জীবনযাত্রা, ধর্ম, ভৌগোলিক সীমারেখা ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে পারে। হিন্দুদের জন্য হিন্দু সংস্কৃতি, খ্রিস্টানদের জন্য খ্রিস্টান সংস্কৃতি এবং ইহুদীদের জন্য রয়েছে ইয়াহূদী সংস্কৃতি। আবার আরবদের দেশীয় সংস্কৃতি রয়েছে তেমনি রয়েছে পারসিকদের দেশজ সংস্কৃতি। তেমনিভাবে গোটা মুসলিম জাতির জন্য রয়েছে ইসলামী সংস্কৃতি। যা অপরাপর সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং সর্বোত্তম সংস্কৃতি। কেননা, মুসলিম জাতি হচ্ছে পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। যেমন আল্লাহর ঘোষণা-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ

"তোমরা সর্বোত্তম জাতি।" (সূরা আলে ইমরান ৩ : ১১০)

সর্বশ্রেষ্ঠ জাতির সংস্কৃতি সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়াই স্বাভাবিক। কাজেই মহানবী (স) অপরাপর জাতির সংস্কৃতি গ্রহণ করতে কঠোরভাবে বারণ করেছেন। মহানবী (স) কঠোর ভাষায় বলেছেন :

خَالِفُوْا الْمُشْرِكِيْنَ وَالْيَهُوْدَ

"তোমরা ইহূদী ও পৌত্তলিকদের বিপরীত কর।"

বস্তুত ইসলামী সংস্কৃতিই শ্রেষ্ঠ। এ সংস্কৃতির প্রত্যয়বাদই দুনিয়ায় উৎকৃষ্ট গুণাবলী মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে। এর মধ্যে মানুষের কর্মশক্তিকে সুসংহত করার এবং তাকে পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করার মত প্রচণ্ড শক্তি নিহিত আছে। কাজেই অন্য কোন জাতির সংস্কৃতি হতে ধার নেয়ার মত এখানে কিছুই নেই।

৭.৩ ইসলামী সংস্কৃতির উৎস

ইসলাম শান্তি, সুন্দর আদর্শ ও সুরুচির ধর্ম। তাই স্বভাবতই ইসলামী অনুশাসনের প্রভাবে এর স্বতন্ত্র সংস্কৃতি রয়েছে। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামের মূল বিশ্বাসের আলোকে যত নিয়ম-নীতি, বিধি-নিষেধ পালন করতে হয়, তা সবই ইসলামী সংস্কৃতি। আর যা কিছু অসুন্দর, অশ্লীল, অমার্জিত, রুচিহীন, কুসংস্কার ও শরীয়াত বিরোধী তা অপসংস্কৃতি। ইসলাম তা প্রত্যাখ্যান করেছে। কাজেই ইসলামী সংস্কৃতি মুসলিম হৃদয়ের মণিকোঠায় লালিত ঈমান থেকেই উৎসারিত। কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস ও ইস্‌তিহসানই ইসলামী সংস্কৃতির উৎস।

৭.৪ ইসলামী সংস্কৃতির পরিধি

মানুষের জীবন যেমন ব্যাপক। তাদের জীবনের বিধানের পরিসরও বিরাট। তাই সমগ্র জীবন নিয়ে ইসলামী সংস্কৃতির বিষয় ও পরিধি। আল্লাহ তা'আলা বলেন : "নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদানের সমন্বয়ে সৃষ্টি করেছি।" সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদানে তৈরি মানুষের সম্ভাবনাও অপরিসীম। কাজেই তার সংস্কৃতিও অপরিসীম। যা কিছু সুন্দর, চিরন্তন, কল্যাণকর এবং যা তাওহীদ বিশ্বাস সঞ্জাত-ভাবধারায় উচ্চকিত, তা সবই ইসলামী সংস্কৃতির মধ্যে গণ্য। ইসলামী সংস্কৃতি কোন জাতীয়, বংশীয় বা গোত্রীয় সংস্কৃতি নয়। বরং সঠিক অর্থে এটি হচ্ছে মানবীয় সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতি এক বিশ্বব্যাপী উদার জাতীয়তা গঠন করে- যার মধ্যে বর্ণ-গোত্র-ভাষা নির্বিশেষে সকল মানুষই প্রবেশ করতে পারে। তার মধ্যে রয়েছে সমগ্র দুনিয়ার বুকে বিস্তৃত হবার মত অনন্য যোগ্যতা। এজন্যই বিশ্বের যে কোন অঞ্চলের যে কোন ভাষার এবং যে কোন বর্ণের বা যে কোন ধর্মের লোক ইসলামী সংস্কৃতির আওতায় আসতে পারে। এ সীমাহীনতা ও বিশ্বজনীনতার সঙ্গে এ সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর প্রচণ্ড নিয়মানুবর্তিতা (Discipline) এবং শক্তিশালী বন্ধন। এ সংস্কৃতি নিজের অনুগামীদেরকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক দিক থেকে নিজস্ব আইন-কানুন ও নিয়ম-নীতির অনুসারী করে তোলে। কাজেই অন্য সংস্কৃতির গ্রহণ কখনও অনুমোদন করে না।

৭.৫ ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইসলামী সংস্কৃতির নির্দেশক হচ্ছে মহান আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী তথা কুরআন মাজীদ। আল্লাহ তাআলা বলেন :

قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى

"বলে দিন, আল্লাহর পথ নির্দেশনাই একমাত্র পথের দিশা।" (আন'আম : ৭১)

পবিত্র কুরআন মাজীদে এ সংস্কৃতিকে সিরাতুল মুস্তাকীম বলে অভিহিত করা হয়েছে।

ইসলামী সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে চূড়ান্ত সাফল্যের জন্য প্রস্তুত করা। এ হচ্ছে একটি ব্যাপক জীবন ব্যবস্থা যা মানুষের চিন্তা কল্পনা, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার, পারিবারিক কাজকর্ম, সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড, রাজনৈতিক কর্মধারা, সভ্যতা ও সামাজিক সবকিছুর উপরই পরিব্যাপ্ত। আর সামগ্রিকভাবে এ সংস্কৃতির অনুসারী হয়ে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করাই হল এর মূল লক্ষ্য। কেননা মু'মিনের জীবনের যাবতীয় তৎপরতা আল্লাহর জন্যই নিবেদিত। এ মর্মে আল্লাহ বলেন :

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

"বল আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও মরণ সব কিছুই বিশ্ব প্রভু আল্লাহর জন্য।" (আনআম : ১৬৩)

কাজেই যা কিছু বিশ্বাসের বিপরীত, তা সবই অপসংস্কৃতি ও কুসংস্কার তথা বিদআত, তা বর্জন করা একান্তই কর্তব্য। কেননা, যে সব শিল্পকলা, পৌত্তলিকতা, অশ্লীলতা ও কদর্যরুচির সাথে জড়িত তা মানবতার জন্যে ধ্বংসাত্মক, ইসলাম তা অনুমোদন করেনা। এ ব্যাপারে মহানবী (স) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করে দিয়েছেন :

مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"যে লোক আমার এই জিনিসে তথা সংস্কৃতিতে এমন কোন জিনিস নতুন শামিল বা উদ্ভাবন বা অনুপ্রবেশ ঘটাবে যা মূলত এ সংস্কৃতি অন্তর্ভুক্ত নয়- তা সবই প্রত্যাখ্যাত হবে।" (বুখারী-মুসলিম)

সার-সংক্ষেপ

সংস্কৃতি হচ্ছে একটি জীবন পদ্ধতি। আর ইসলাম হচ্ছে বিশ্ব মানবতার জন্য শাশ্বত সুন্দর আদর্শ জীবন পদ্ধতি। তাই এর অনুসারীদেরও রয়েছে একটি আদর্শ সংস্কৃতি। সুতরাং ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে যে সংস্কৃতি উৎসারিত ও লালিত, তাই ইসলামী সংস্কৃতি। আর এ ইসলামী সংস্কৃতি শাশ্বত সর্বজনীন ও শ্রেষ্ঠ আদর্শের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন দর্শন। এ ইসলামী জীবন দর্শনের অনুশীলনের ফলে মানুষের ব্যবহারিক জীবন ও পরিবেশে যে সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয়, তাই ইসলামী সংস্কৃতি। ইসলামী সংস্কৃতিতে ইসলামী মূল্যবোধসমূহ প্রতিফলিত হয়ে থাকে। বিশ্ব কৃষ্টি ও সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের জাগরণ ও উন্নতি এবং পূত-পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন সভ্যতা-সংস্কৃতির উদ্ভব ইসলামের দ্বারাই সূচিত হয়। আর ইসলামের শ্রেষ্ঠ নবী-মুহাম্মাদের থেকেই সুস্থ সাংস্কৃতিক ধারার নতুন জয়যাত্রা শুরু হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১.৭

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন : সঠিক উত্তরটির পাশে টিক চিহ্ন দিন।

১. সংস্কৃতি শব্দের অর্থ-
   ক. বিশোধন, সংশোধন ও শুদ্ধিকরণ   খ. গান-বাজনা-নাটক
   গ. শিল্প কলা সাহিত্য   ঘ. উৎকর্ষ সাধন।

২. সংস্কৃতি শব্দের আরবী ও ইংরেজি প্রতিশব্দ কি?
   ক. সাকাফাহ ও কালচার   খ. কৃষ্টি ও কালচার
   গ. তামাদ্দুন ও কালচার   ঘ. বিদআত ও ট্রাডিশন

৩. ইসলামী জীবন বিশ্বাসের বিপরীত ভাবাদর্শের আচার-আচরণকে বলে-
   ক. বিদআত বা কুসংস্কার   খ. বিজাতীয় সংস্কৃতি
   গ. গুনাহ ও মাফ   ঘ. সুন্নাহ ও বিদআত

৪. ইসলামী সংস্কৃতির প্রাণ কি?
   ক. ঈমান   খ. সুরুচি
   গ. শিল্পকলা   ঘ. নৃত্য-কলা।

৫. ইসলামী সংস্কৃতির উৎস হলো-
   ক. সুরুচি, নিয়ম নীতি   খ. কুরআন-সুন্নাত, ইজমা, কিয়াস ও ইস্তিহসান
   গ. দেশজ আচার-আচরণ ও মূল্যবোধ   ঘ. কৃষ্টি-সভ্যতা ও ঐতিহ্য।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. সংস্কৃতির সংজ্ঞা আলোচনা করুন।
২. ইসলামী সংস্কৃতির পরিচয় দিন।
৩. ইসলামী সংস্কৃতির উৎস উল্লেখ করুন।
৪. ইসলামী সংস্কৃতির পরিধি বর্ণনা করুন।
৫. ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উল্লেখ করুন।

পাঠ ৮ ইসলামী সংস্কৃতির বিষয়বস্তু

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- ইসলামী সংস্কৃতির বিষয়বস্তু বলতে পারবেন
- ইসলামী সংস্কৃতির বিষয়বস্তুর তালিকা প্রস্তুত করতে পারবেন
- বাস্তব জীবনে ইসলামী সংস্কৃতির রূপায়ণ করতে পারবেন।

৮.১ ইসলামী সংস্কৃতির বিষয়বস্তু

ইসলামী সংস্কৃতি বিশ্বজনীন, সর্বজনীন ও চিরন্তন। তাই বিশ্বের সকল মুসলিম এক ও অভিন্ন সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। যেহেতু তারা এক আল্লাহ, এক রাসূল ও এক কিবলাতে বিশ্বাসী, তাই তাদের সকলের জীবনের সংস্কৃতির মধ্যে একই সুর অনুরণিত ও বিরাজমান। ঈমান ও বিশ্বাস তথা মূল্যবোধের কারণে মানুষের ব্যবহারিক জীবনে যে কর্মতৎপরতা প্রতিফলিত হয়, তাই সংস্কৃতি। মানুষের চাল-চলন, ভাবের আদান-প্রদান ও ব্যবহারিক ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে সংস্কৃতি ফুটে ওঠে। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান এবং সেগুলোর স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি এবং কাজকর্ম সমাজে সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। মানুষের মনোজগতের বিকাশ ও ক্রিয়া কলাপে সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটে। প্রকাশ ঘটে তার জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রেও। সাহিত্য, শিল্পকলা, সৌন্দর্যবোধ, দর্শন, কলা, প্রচলিত প্রথা, আচার-আচরণ তথা সব কিছুতে সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। কাজেই এসব কিছু সংস্কৃতির বিষয়বস্তু।

একজন মুসলিমের জীবনে দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় ও কর্মতৎপরতায় যেসব আমল প্রতিফলিত হয়, তাই ইসলামী সংস্কৃতির বিষয়বস্তু।

৮.২ ইসলামী সংস্কৃতির কয়েকটি দিক

১. সকল কাজের সূচনায় :

ইসলামী সংস্কৃতিতে প্রতিটি সৎ কাজের সূচনায় 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করতে হয়। মহানবী (স) বলেন : "প্রত্যেক ভাল কাজের শুরুতে যদি বিসমিল্লাহ বলা না হয়, তা হলে সেটা অসম্পূর্ণ ও নিম্নমানের থেকে যায়।" (আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ)

২. ঘুমাতে যেতে ও ঘুম থেকে উঠতে :

ইসলামী সংস্কৃতিতে ঘুমাতে যেতে এবং ঘুম থেকে উঠতে হয় আল্লাহর শোকর আদায় করার মাধ্যমে। যেমন রাসূল (স) শিখিয়েছেন- ঘুমাতে যেতে পড়তে হয়-

اَللّٰهُمَّ بِاِسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নামেই মৃত্যুবরণ করি (নিদ্রা যাই) এবং তোমার নামেই জীবিত (জাগ্রত) হই।" আবার ঘুম থেকে উঠতে উঠতে পড়তে হয় :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

"সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি মৃত্যুর (নিদ্রার) পর আমাদেরকে জীবিত (জাগ্রত) করেছেন এবং তাঁর নিকটই ফিরে যেতে হবে।"

৩. প্রভাতের প্রথম কাজ :

ঘুম থেকে ওঠে প্রভাতে প্রথমেই সালাতুল ফজর আদায় করে প্রতিটি ঘরে, বাড়িতে পবিত্র কুরআন-হাদীসের তিলাওয়াত ও তালিম করা। আল্লাহ তাআলা বলেন :

"নিশ্চয়ই ভোরের কুরআন তিলাওয়াত গ্রহণীয় সাক্ষী হবে।" (সূরা আলে ইমরান : ৭৮)

৪. দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ও আযান :

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে জামাআত সহকারে সালাত আদায় এবং এর আগে সুললিত উচ্চকণ্ঠে আযান ধ্বনি উচ্চারণ ইসলামী সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ।

৫. সার্বক্ষণিক আল্লাহর স্মরণ :

ইসলামী সংস্কৃতিতে উঠতে, বসতে, চলতে-ফিরতে, খেতে, খাওয়া শেষে, ঘুম হতে উঠতে, ঘুমাতে যেতে, সুসংবাদ শুনে, দুঃসংবাদ পেলে আনন্দ-বেদনায়, বিপদে-আপদে তথা সব সময় মহান আল্লাহর স্মরণ ও যিকরের নির্দেশ রয়েছে। একজন মুসলিমের করুণাময় আল্লাহর স্মরণশূন্য হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। আল্লাহ বলেন :

وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا

"যে ব্যক্তির হৃদয় আমার স্মরণশূন্য, তার অনুসরণ করো না।" (সূরা কাহফ : ২৮)

৬. হাত-পায়ের ব্যবহার :

ইসলামী সংস্কৃতিতে ডান হাতে গ্রহণ, ডান পা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ, কোথাও বের হতে ডান পা আগে বাড়াতে হয়। তেমনিভাবে বাম হাত ও বাম পায়ের ব্যবহারও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মসজিদ থেকে বের হতে বাম পা দিয়ে, পায়খানায় যেতে প্রথমে বাম পা ইত্যাদি সত্যিই তাৎপর্যময় দিক।

৭. খাদ্য গ্রহণ ও শেষে :

আমরা আল্লাহর নামে ডান হাতে খাওয়া শুরু করি এবং তৃপ্তি সহকারে খাওয়ার পর মহান আল্লাহর নি'আমতের জন্যে তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। কেননা, এ খাদ্যকে আল্লাহর দান হিসেবেই মনে করা হয়; এটা কোন গর্ব অহংকার করার বিষয় নয়। প্রিয় নবী (স) বলেছেন :

"তোমরা একসাথে বসে খাও, আল্লাহর নাম স্মরণ কর, তা হলে আল্লাহ তাতে তোমাদেরকে বরকত দেবেন।" রাসূল (স) শিখিয়েছেন- খাবার শুরু করতে হয় بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى بَرَكَةِ اللّٰهِ "আল্লাহর নামে, আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকতের আশায়" আবার শেষ করে কৃতজ্ঞতার সাথে পড়তে হয় :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَ جَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

"সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর। যিনি আমাদেরকে খাইয়েছেন, পান করিয়েছেন এবং মুসলিম বানিয়েছেন।"

৮. সাক্ষাতে অভিবাদন :

ইসলামী সংস্কৃতিতে এক মুসলমানের সাথে অপর মুসলমানের সাক্ষাৎ হলে প্রথমেই অভিবাদন জানিয়ে সালাম দিতে হয়। তারপর কুশল বিনিময় করতে হয়। পরস্পরে হাতে হাত, বুকে বুক, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মুসাফাহা মুআনাকা করাও ইসলামী সংস্কৃতির আদর্শ। প্রিয় রাসূল (স) বলেন:

"তোমরা সালামের ব্যাপক প্রচলন ঘটাও।" এতে শত্রুতা কমে, ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির সৃষ্টি হয়।

"ক্ষুধার্তকে খাদ্য দেবে আর পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম দেবে।" (বুখারী)

৯. কথাবার্তায় :

কথাবার্তায় ইসলামী আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শব্দ চয়ন করা, ইসলামী শব্দ ব্যবহার, তাওহীদের বিপরীত ভাষা পরিহার করে অত্যন্ত বিনম্র ও মার্জিত ভাষায় মানুষের সাথে কথা বলাও ইসলামী সংস্কৃতির আদর্শ। প্রিয় নবী (স) বলেছেন: "তোমরা একে অপরের সাথে ভদ্র নম্র ব্যবহার করবে এবং কেউ কারও সাথে অহংকার করবে না।" (মুসলিম)

অপর বিজাতীয় সংস্কৃতির ধারক ও সাদৃশ্যপূর্ণ ভাষা ও আচরণ করা নিষিদ্ধ। যেমন– কথা বলার সময় মাথা ঝোকানো বা হাত জোড় করে বিনয় প্রকাশ ইসলামে সঙ্গত নয়। মানুষের সাথে হাসি মুখে কথা বলতে হয়। প্রিয় নবী বলেন :

تَبَسُّمُكَ فِى وَجْهِ اَخِيْكَ صَدَقَةٌ

"তোমার ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে কথাও সদকাস্বরূপ।" -(তিরমিযী)

১০. মানব শিশুর জন্মলগ্নে :

এ মায়াময় সংসারে মানব শিশুর জন্মলগ্নে কেবল উৎসব করা ঠিক নয়; বরং তাঁর আগমনে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় এবং তার কর্ণকুহরে মহান আল্লাহর নামের ধ্বনি আযান ও ইকামতের বাণী পৌঁছে দেয়া কর্তব্য।

১১. মানুষের মৃত্যুতে :

এ নশ্বর দুনিয়া হতে মানুষ পরপারে চলে যাওয়ার সংবাদ শুনে-

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

"আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তারই কাছে ফিরে যাব" বলতে হয়। তারপর উত্তমভাবে তার গোসল ও দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা ইসলামী সংস্কৃতির অন্যতম বিধান।

১২. ইসলামী ঐতিহ্যের নাম রাখা :

সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে সন্তানের একটি ইসলামী ঐতিহ্যের ধারক বাহক ও পরিচায়ক সুন্দর নাম রাখা কর্তব্য। যেমন মহানবী (স) বলেন : "শিশুর জন্ম হলে সুন্দর একটি নাম রাখ।" এটাও ইসলামী সংস্কৃতির একটি অঙ্গ।"

১৩. সন্তানের আকীকা ও খাৎনা :

সন্তান জন্মের ৭ম, ১৪তম ও ২১তম দিবসে বা সম্ভব না হলে পরবর্তী সময়ে আকীকা করা সুন্নাত। এটা ইসলামী সংস্কৃতির অঙ্গ।

১৪. ছোটদের স্নেহ-বড়দের সম্মান :

ইসলামী সংস্কৃতিতে বড়রা ছোটদের স্নেহ করবে, আদব শেখাবে আর ছোটরা বড়দের মান্য করবে তাদের সাথে আদব রক্ষা করে চলবে। যেমন মহানবীর (স) ঘোষণা :

"যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করেনা, সে আমাদের মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"

১৫. পাক-পবিত্রতা অর্জন:

ইসলামী-সংস্কৃতিতে অপবিত্র হলে অযূ-গোসলের মাধ্যমে ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে পাক-পবিত্র হওয়ার জন্য বিশেষভাবে তাগিদ করা হয়েছে।

১৬. পশু জবাই :

ইসলামী সংস্কৃতিতে হালাল পশু জবাই করার পদ্ধতি আছে। সে পদ্ধতিতে বিসমিল্লাহ বলে জবাই করা পশু-পাখিই কেবল খাওয়া বৈধ। গায়রুল্লাহর নামে বা বিজাতীয় পদ্ধতিতে জবাই করা পশুর গোশত খাওয়া নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেন :

"যে পশু আল্লাহর নাম নিয়ে জবাই করা হয়নি, তা ভক্ষণ করো না। কেননা, এটা গুনাহের কাজ।" (আন'আম :১২১)

১৭. তাকবীর ধ্বনি :

সভা-সমাবেশে মহান আল্লাহর বড়ত্ব, বিরাটত্ব ও সার্বভৌমত্বের ঘোষণা স্বরূপ আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করা ইসলামী সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ। যেমন মহান আল্লাহর ঘোষণা :

"তোমরা আল্লাহর নির্দেশনা মোতাবেক তাকবীর বল।" (বাকারা : ১৮৫)

১৮. রমযানে সাহরী ও ইফতার :

রমযান মাসে সাহরী খেয়ে রোযা শুরু করা এবং ইফতারীর মাধ্যমে রোযা খোলার এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় ইসলামী বিশ্বে এক অভিন্ন সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয়।

১৯. ঈদ উৎসব :

বছরে দুটি ঈদ তথা ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা উদ্‌যাপন ও নির্মল আনন্দ-উৎসব পালন করা আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ। এ দুটো ঈদকে মহানবী (স) 'শিআরে ইসলাম' বা ইসলামের প্রতীক বলে আখ্যায়িত করেছেন।

২০. শুভ কাজের উদ্বোধন :

আমরা কোন গুরুত্বপূর্ণ বা শুভ কাজের উদ্বোধন করি তিলাওয়াতে কালামে পাকের মাধ্যমে। রাসূলের (স) উপর দরূদ প্রেরণের মাধ্যমে। এটাও আমাদের সংস্কৃতির অন্যতম।

২১. আল্লাহ ও রাসূলের প্রশস্তি :

মহান আল্লাহর গুণ কীর্তন, স্তব-স্তুতি ও প্রশংসা এবং রাসূল (স)-এর প্রশস্তির জন্যে সুধাময় ভাষায় ও সুললিত কণ্ঠে গেয়ে থাকি হামদ, নাত, গযল, মুর্শিদী, দরুদ শরীফ ইত্যাদি। এগুলোও ইসলামী সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ।

২২. পোশাক-পরিচ্ছদ :

ইসলামী সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান পোশাক-পরিচ্ছদ। মুসলিমদের পোশাক অত্যন্ত মার্জিত, সুরুচি সম্পন্ন। ইজ্জত-আবরু যাতে উত্তমরূপে ঢেকে থাকে- তাকওয়ার প্রকাশ ঘটে এরূপ পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করার জন্যই ইসলাম উদ্বুদ্ধ করে। অত্যন্ত স্বাভাবিক অনাড়ম্বর যাতে অহংকার প্রকাশ না পায় এবং সতর দেখা না যায় সেরূপ পোশাক পরিধান করতে বলে। চাকচিক্যময় ও রং-ঝলমলে বা অরুচিকর পোশাক পরতে বারণ করে। সাধারণত লুঙ্গি-পায়জামা, জামা, পরতে হয়। মাথায় টুপি ও পাগড়ি পরা উত্তম। মুসলিম মহিলারা শাড়ি, সেলোয়ার, কামিজ-কুর্তা-মাথায় উড়না- বাইরে বের হতে বোরকা-চাদর ইত্যাদি রুচিশীল পোশাক পরিধান করা ইসলামী সংস্কৃতি। যে সব পোশাক শালীনতা বর্জিত সে সব পোশাক না পরার জন্যই ইসলাম বলে থাকে। প্রিয়নবী (স) বলেন :

"নিশ্চয়ই স্বাভাবিক ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন ঈমানের অঙ্গ।"

"হে আদম সন্তান! আমি তোমাদের জন্যে পোশাক নাযিল করেছি, যেন তোমাদের দেহের লজ্জাস্থানসমূহ ঢাকতে পার। এটা তোমাদের জন্যে দেহের আচ্ছাদন ও শোভা বর্ধনের উপায়ও। আর সর্বোত্তম পোশাক হচ্ছে তাকওয়ার পোশাক।" (আরাফ : ২৬)

প্রিয়নবী (স) বলেন : "আল্লাহ কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তির দিকে তাকাবেন না, যে অহংকারবশত তার পাজামা ঝুলিয়ে দেয়" (বুখারী-মুসলিম)

"ইসলামী সংস্কৃতিতে নারী-পুরুষ একে অপরের পোশাক পরিধান করা হারাম। পুরুষের জন্য রেশম ও স্বর্ণ হারাম।" (আবু দাউদ)

এভাবে মুসলিম মিল্লাত জীবনের প্রতিটি পরতে, প্রতিটি চলনে বলনে, কথনে-চিন্তনে এক মহান আল্লাহর স্মরণ উচ্চকিত করে প্রতিটি কাজ করে থাকেন। এ সবের মধ্যেই ইসলামী সংস্কৃতির রূপ প্রতিফলিত ও প্রকাশিত হয়ে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১.৮

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন : সত্য ও মিথ্যা নির্ণয় করুন।

১. ইসলামী সংস্কৃতি একদেশদর্শী।
২. বিশ্বের সকল মুসলিম এক ও অভিন্ন সংস্কৃতির ধারক ও বাহক।
৩. একজন মুসলিমের জীবনে দৈনন্দিন জীবন যাত্রার ও কর্মতৎপরতার যে সব আমল প্রতিফলিত হয়, তাই ইসলামী সংস্কৃতির বিষয়বস্তু।
৪. খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে ইসলামী সংস্কৃতি কোন নিয়মের কথা বলে না।
৫. যে পশু আল্লাহর নামে জবাই করা হয়নি তা ভক্ষণ করায়, কোন দোষ নাই।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামী সংস্কৃতির বিষয়বস্তু বলতে কি বোঝায়?
২. ইসলামী সংস্কৃতির বিষয়বস্তুর মধ্য থেকে ১০টির নাম লিখুন।
৩. ঘুমাতে যেতে ও উঠতে এবং শেষে ইসলামী সংস্কৃতি অনুযায়ী কি করতে হয়?
৪. মানবের মৃত্যুর সংবাদ শুনে কি করতে হয়?
৫. পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে ইসলামী সংস্কৃতির নিয়ম কি?

পাঠ ৯ ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন
- মানব জীবনে ইসলামী সংস্কৃতির গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন

৯.১ ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য

ইসলামী সংস্কৃতি নিজ মহিমায় সমুজ্জ্বল। ইসলামী সংস্কৃতির রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যময় স্বরূপ বা প্রকৃতি। তা হল-

ক. আদর্শ ভিত্তিক

ইসলামী সংস্কৃতি কুরআন ও হাদীসের ভিত্তি থেকে উৎসারিত। এটা মানব রচিত নয়। এর প্রবর্তক স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ। আর রাসূল তা বাস্তবে রূপায়িত করে দেখিয়েছেন। এটা দেশ-কাল-জাতি নির্বিশেষে সকল মানবতার সংস্কৃতি। সর্বজনীন জীবন পদ্ধতি। কুরআনে ঘোষিত হয়েছে :

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

"আল্লাহর নিকট ইসলামই হচ্ছে গ্রহণযোগ্য জীবন পদ্ধতি।" (সূরা আলে ইমরান ৩:১৯)

ইসলামী সংস্কৃতি আদর্শ ভিত্তিক। ইসলাম বিশ্ব মানবতার জীবনাদর্শ। তাওহীদবাদ বা একত্ববাদ এ আদর্শের ভিত্তিমূল। এরই ভাবধারায় ইসলামী সংস্কৃতি গঠিত ও রূপায়িত। আল কুরআনে বলা হয়েছে :

"তিনি তোমাদের জীবন যাপনের যে নিয়ম-কানুন নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যার উপদেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন, আর আমি তোমার প্রতি ওহীর মাধ্যমে যা পাঠিয়েছি, যার নির্দেশ আমি ইবরাহীম, মূসা, ঈসাকেও দিয়েছিলাম। তা হচ্ছে তোমরা দ্বীন কায়েম কর এবং এতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ো না।' (শূরা : ১৩)

ইসলামী সংস্কৃতি মুসলিম উম্মাহর মণিকোঠায় লালিত ঈমান ও বিশ্বাসের ভিত্তি থেকে উৎসারিত। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত এ তিনটি বিশ্বাসের সমন্বয়ে ইসলামী সংস্কৃতির গোটা প্রাসাদটি গঠিত। আল-কুরআনে বলা হয়েছে :

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

"যারা আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী, তাদের নিকট আল্লাহর চেয়ে উত্তম বিধানদাতা আর কে হতে পারে?" (মায়িদা ৫:৫০)

খ. বিশ্বজনীন

ইসলামী সংস্কৃতি একটি বিশ্বজনীন মানবীয় সংস্কৃতি। এটা কোন দেশ-কাল, পাত্র, জাতি ও ভাষায় সীমাবদ্ধ নয়। ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও তাওহীদবাদে বিশ্বাসী হয়ে, যে কোন দেশের, জাতির, কালের যে কোন ব্যক্তি এ সংস্কৃতি গ্রহণ করতে পারে। আল-কুরআনে ঘোষিত হয়েছে :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا

"হে বিশ্ব মানব! তোমাদের প্রভুর কাছ থেকে তোমাদের কাছে শাশ্বত চিরন্তন প্রমাণ এসেছে, আর আমি তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট আলোকবর্তিকা প্রেরণ করেছি।" (নিসা : ১৭৪)

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ

"বলুন, হে মানব জাতি! তোমাদের প্রভুর নিকট থেকে তোমাদের কাছে সত্য পথের দিশা এসেছে।" (ইউনুস : ১০৮)

ইসলামী সংস্কৃতিতে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই। সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সর্বজনীন নীতির উপর এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। আল-কুরআনে এসেছে :

"হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় কর। যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একজন মানুষ থেকে। তা থেকেই সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং সে দু'জন থেকেই অনেক পুরুষ ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন।" (সূরা নিসা ৪:১)

ইসলামী সংস্কৃতি সাম্যের পতাকাবাহী। এতে সকল মানুষ সমান। মানুষে মানুষে বৈষম্যের নানারকম কৃত্রিমতার স্থান এতে নেই। বর্ণবাদ, শ্রেণী সংগ্রাম, অস্পৃশ্যবাদের মূলে কুঠারাঘাত হেনেছে ইসলাম। রাসূলুল্লাহ (স) ঘোষণা করেছেন :

كُلُّكُمْ مِنْ اٰدَمَ وَ اٰدَمُ مِنْ تُرَابٍ

"তোমরা এক আদমের সন্তান, আর আদম মাটির তৈরি।" (হাদীস)

আল-কুরআনের ঘোষণায় :

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ

"তোমাদের মধ্যে সম্মানীত ব্যক্তি সে-ই, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খোদাভীরু।" (সূরা হুজুরাতঃ ১৩)

গ. আচরণিক প্রভাব

ইসলামী সংস্কৃতি জীবনের সামগ্রিক অঙ্গনে বিস্তৃত ও ব্যাপৃত। ব্যক্তির মন-মানস, আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, চিন্তা-চেতনা, মূল্যবোধ-বিশ্বাস থেকে আরম্ভ করে তার পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের সামগ্রিক ক্ষেত্রেই ইসলামী সংস্কৃতি ব্যাপৃত।

ইসলামী সংস্কৃতি তার অনুসারীর আচরণিক জীবনে বিরাট প্রভাব ফেলে। ইসলামী সংস্কৃতিতে মুসলিমদের ব্যবহারিক জীবন, তাদের চরিত্র, বাহ্যিক আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, বেশ-ভূষা, সব কিছু শালীন, পরিশীলিত, মার্জিত ও রুচি সম্মত হয়ে থাকে। এ সংস্কৃতি তাদের আচার-অনুষ্ঠানেও প্রতিফলিত হয়। আল কুরআনে ঘোষিত হয়েছে :

وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

"তার অপেক্ষা দীনে কে উত্তম যে সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে" (নিসা : ১২৫)

ঘ. ধর্ম ও কর্মের সমন্বিত রূপ

ইসলামী সংস্কৃতি ধর্ম ও কর্মের সমন্বিত রূপ। অর্থাৎ, বিশ্বাস ও কর্মের তথা ঈমান ও আমলের সমন্বয়ে ইসলামী সংস্কৃতি গঠিত। মু'মিন যা বিশ্বাস করেন, সে অনুযায়ী আমল করেন। ইসলামে ঈমান ব্যতীত আমলের কোন দাম নেই, আবার আমল ছাড়া ঈমানের কোন সুফল পাওয়া যাবে না। এজন্য পবিত্র কুরআন ঈমানের সাথে সাথে আমলের উল্লেখ করেছেন। যেমন–

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا

"যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কর্ম করেছে, তাদের জন্যে মেহমানদারী রয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউসে।" (সূরা কাহাফ-১০৭)

ইসলামী সংস্কৃতিতে ইহ্কালীন জীবন ও পরকালীন জীবন একই সূত্রে গাঁথা। তাই দুনিয়ার জীবন ও ধর্মীয় জীবন বলতে আলাদা কিছু নেই। হাদীসে এসেছে : "দুনিয়া হল আখিরাতের ক্ষেত্রস্বরূপ।"

এজন্য আল্লাহ তা'আলা প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন :

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً

"প্রভু আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখিরাতেও কল্যাণ দাও।" (বাকারা : ২০১)

ইসলামী সংস্কৃতি দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে। ইসলামী সংস্কৃতিতে বৈরাগ্যবাদের স্থান নেই। আবার একেবারে দুনিয়াদার হওয়াকেও পছন্দ করে না। ইসলাম সালাত আদায় হয়ে যাওয়ার পর বসে না থেকে আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে বেরিয়ে পড়ার আদেশ দেয়। আল কুরআনে ঘোষিত হয়েছে :

"আর যখন সালাত শেষ হয়ে যায়, তখন তোমরা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ো, আর আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর।" (জুমুআ : ১০)

মহানবী (স) বলেন- "আল্লাহ তাঁর এমন বান্দাকে অপছন্দ করেন, যে দুনিয়া ও আখিরাতের কর্ম থেকে উদাসীন থাকে।" (মিশকাত)

ইসলামী সংস্কৃতিতে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে নিবিড় বন্ধন সৃষ্টি করে। বান্দা ও আল্লাহর মাঝে দূরত্ব কমিয়ে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার পথ বাত্লে দেয়।

ঙ. মানবতার শ্রেষ্ঠত্বের প্রবক্তা

ইসলামী সংস্কৃতি মহান স্রষ্টা আল্লাহর পরেই বিশ্ব সৃষ্টির মাঝে মানবতার শ্রেষ্ঠত্বের প্রবক্তা। পবিত্র কুরআনে এসেছে, আল্লাহ বলেন :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ اٰدَمَ

"আমি মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।" (সূরা ইসরা : ৭০)

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

"আমি মানুষকে শ্রেষ্ঠ উপাদানে, সর্বোত্তম করে সৃষ্টি করেছি।" (৯৫ : ৪-৫)

ইসলামী সংস্কৃতি মানবতাবাদী এবং একে অপরের কল্যাণকামী। বিশ্বনবী (স) ঘোষণা করেন :

اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ

"পারস্পরিক কল্যাণকামীতা ও সদিচ্ছাই হচ্ছে ধর্ম।"

চ. উন্নত মার্জিত ও রুচিসম্মত :

ইসলামী সংস্কৃতি মার্জিত, পরিশীলিত ও উন্নত রুচিসম্মত। অপরিচ্ছন্ন, কলুষতা ও অশ্লীলতার কোন স্থান নেই।

বাহুল্য বর্জিত : ইসলামী সংস্কৃতি কোন কাজেই বাহুল্য পছন্দ করে না। নিরর্থক কাজ ও বিলাস ব্যসনের স্থান নেই। মহানবী (স) বলেন :

"কোন ব্যক্তির ইসলামী জীবনের সৌন্দর্য হচ্ছে- যা তার অপ্রয়োজনীয় তা পরিত্যাগ করা।" (তিরমিযী)

ইসলামী সংস্কৃতি অত্যন্ত সহজ-সরল অনাড়ম্বর। প্রয়োজনীয় ও দরকারীটুকু গ্রহণ করতে ইসলাম নিষেধ করেনা। তবে অপচয় ও জাঁকজমককে ইসলাম নিরুৎসাহিত করে।

ইসলামী সংস্কৃতি ভোগবাদিতা পছন্দ করে না। অপরের জন্যে ত্যাগ করার জন্যে বলে। ইসলামে কুরবানী, আকীকা, ঈদ, শবে কদর, শবে বরাত প্রভৃতি অনুষ্ঠান ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর।

ইসলামী সংস্কৃতি সর্বতোভাবেই কল্যাণময়। মানবতার কল্যাণের জন্যে এর সকল কর্মতৎপরতা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

"তোমরাই উত্তম জাতি। মানবতার কল্যাণে তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে।"(আলে-ইমরান : ১১০)

৯.২ ইসলামী সংস্কৃতির গুরুত্ব

ক. ঈমানের রক্ষাকবচ :

ইসলামী সংস্কৃতি ঈমানের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত প্রভৃতি মৌলিক মূল্যবোধের সমন্বয়ে গঠিত। তাই ইসলামী সংস্কৃতি ইলম-আমলের নিয়ামক ও রক্ষাকবচ। আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা-

"হে মুমিনগণ! তোমরা যদি কিতাবীদের পথভ্রষ্ট কোন গ্রুপের অনুসরণ কর, তাহলে তারা তোমাদেরকে ঈমান থেকে সরিয়ে নেবে এবং কুফরীতে (নাস্তিকতায়) ফিরিয়ে নেবে।" (আলে-ইমরান ১৩ : ১০০)

ঈমানের পূর্ণতা অর্জন এবং ইসলামে পুরোপুরি প্রবেশের জন্যে ইসলামী সংস্কৃতি অক্ষুণ্ন রাখা একান্ত অপরিহার্য।

খ. জাতীয় সত্তার অস্তিত্বের জন্যে

কোন জাতির আপন সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যবোধের দ্বারাই নিজেদের জাতীয় সত্তা ও অস্তিত্ব এবং নিজস্ব আইডেনটিটি বজায় রাখতে পারে। অপসংস্কৃতি বা বিজাতীয় সংস্কৃতি নিজস্ব জাতী অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। বিজাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি বা কোন অপসংস্কৃতির আগ্রাসনে জাতীয় সত্তা, পরিচিতি ও জাতীয় ঐক্য সংহতির ক্ষতি হবার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। সংস্কৃতি একটি শক্তিশালী অস্ত্র। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির নগ্ন ছোবলে আজ আমাদের সংস্কৃতি মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। মুসলিম জাতি পাশ্চাত্যের কাছে দীর্ঘদিন পরাভূত থেকে নিজেদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ভুলতে বসেছে। তদুপরি নিজেদের নির্লিপ্ততা ও উদাসীনতা মুসলিম সাংস্কৃতিক আইডেনটিটি সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েছে। এজন্যই মহানবী (স) হুঁশিয়ার করে বলেছিলেন :

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"যে ব্যক্তি অন্য জাতির অনুকরণ করে তাকে সে জাতির মধ্যে গণ্য করা হবে।" (আহমাদ)

কাজেই মুসলিম জাতি সত্তাকে বাঁচানোর জন্য নিজেদের আইডেনটিটি রক্ষার জন্য নিজেদের ইসলামী সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখতে হবে। ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা করতে হবে। ব্যাপক অনুশীলন করতে হবে। তাহলে ঈমান ও জাতি সত্তাকে রক্ষা করা যাবে।

সার-সংক্ষেপ

ইসলামী সংস্কৃতিই বিশ্ব মানবতার একচ্ছত্র সংস্কৃতি। এছাড়া অন্যসব সংস্কৃতি অপসংস্কৃতি বা পাশবিক সংস্কৃতি। মানবতা ও মানবাত্মার উন্নয়ন ও উৎকর্ষতার জন্য ইসলামী সংস্কৃতিই একমাত্র কাম্য সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতির অনিন্দ্য সুন্দর বাস্তবতা তুলে ধরতে পারলে বহু দিনের পিপাসার্ত মানবতা এগিয়ে এসে এ আবেহায়াতের পেয়ালা মুখে তুলে নেবে। ইসলামী সংস্কৃতি ইসলামী বিশ্বাস-ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের রক্ষাকবচ। ঈমানের পূর্ণতা বিধানে সহায়ক এবং মুসলিম জাতিসত্তা ও জাতীয় ঐতিহ্যের রূপায়ক এবং ধারক ও বাহক। ইসলামী সংস্কৃতি ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের বাহন এবং প্রতিফলিত রূপ। তাই আপন সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যবোধের দ্বারাই জাতীয় পরিচিতি ও সংহতি অক্ষুণ্ন রাখতে ইসলামী সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১.৯

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন : শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ইসলামী সংস্কৃতি .... ভিত্তিক। .... এটা .... রচিত নয়, এর প্রবর্তক স্বয়ং আল্লাহ। আর রাসূল তা .... রূপায়িত করে দেখিয়েছেন। এটা দেশ-কাল-জাতি নির্বিশেষে সকল .... সংস্কৃতি। .... জীবন পদ্ধতি। ইসলামী সংস্কৃতি মুসলিম উম্মাহর মনিকোঠায় লালিত .... ও .... ভিত্তি থেকে উৎসাহিত। তাওহীদ .... ও আখিরাত ও তিনটি বিশ্বাসের সমন্বয় .... ইসলামী .... গোটা প্রাসাদটি গঠিত। ইসলামী সংস্কৃতি একটি বিশ্বজনীন .... সংস্কৃতি। এটা কোন দেশ, কাল, পাত্র, জাতি ও ভাষায় .... নয়। ইসলামী সংস্কৃতিতে মানুষে মানুষে .... নেই।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. "ইসলামী সংস্কৃতি কুরআন ও সুন্নাহর আদর্শ ভিত্তিক" আলোচনা করুন।
২. ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
৩. "ইসলামী সংস্কৃতি ধর্ম ও কর্মের সমন্বিত রূপ"- ব্যাখ্যা করুন।
৪. "ইসলামী সংস্কৃতি উন্নত মার্জিত ও রুচি সম্মত"- বিশ্লেষণ করুন।
৫. ইসলামী সংস্কৃতির গুরুত্ব তুলে ধরুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন-১

বিশদ উত্তর প্রশ্ন

১. ইসলামের আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় তুলে ধরে এর মূল ভিত্তি আলোচনা করুন।
২. "ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা"- বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।
৩. ইসলামী শিক্ষা কি? ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিস্তারিতভাবে লিখুন।
৪. ইসলামী শিক্ষার বিধানগত ও মর্যাদাগত গুরুত্বের বিবরণ দিন।
৫. ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করুন।
৬. ইসলামী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করুন।
৭. সংস্কৃতি কাকে বলে? বিস্তারিত ভাবে লিখুন।
৮. ইসলামী সংস্কৃতির পরিচয়, উৎস ও পরিধি বর্ণনা করুন।
৯. ইসলামী সংস্কৃতির বিষয়বস্তু বিস্তারিত ভাবে লিখুন।
১০. ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
১১. ইসলামী সংস্কৃতির গুরুত্ব তুলে ধরুন।